তুমি যদি আল্লাহর হতে!

মাওলানা ইলিয়াছ রিফায়ী
গবেষক, ইসলামপ্রচারক,
প্রচলিত ধর্ম ও মতবাদ বিশ্লেষক

প্রকাশক :
ইলিয়াছ রিফায়ী
০১৬২১-৮৯১৪৫৬

তুমি যদি আল্লাহর হতে!

মাওলানা ইলিয়াছ রিফায়ী

প্রকাশক: মাওলানা ইলিয়াছ রিফায়ী

[মৃত প্রিয়জনের জন্য ইছালে ছাওয়া বা দাওয়াতি কাজের উদ্দেশ্যে বইটি ছেপে ফ্রি বিতরণের কারো ইচ্ছা হলে লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের অনুরোধ রইল]

পরিবেশক : মাকতাবাতুল আরাফ, ইসলামি টাওয়ার, দ্বিতীয় তলা, বাংলাবাজর, ঢাকা। মোবাইল : ০১৮৬৮-২০১৭১২

প্রথম প্রকাশ : ৪/১০/২০২১

মূল্য : ১০০ (এক শত) টাকা মাত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর।

সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবিজির উপর।

তোমার কষ্টের মনে হয় আল্লাহর কথা। তোমার বোঝা মনে হয় আল্লাহর নির্দেশনা। বিষকাঁটার মতো ভয় পাও তুমি স্রষ্টার আদেশ। দুঃসহ, দুর্বিসহ তোমার কাছে বিধাতার উপদেশ।

কিন্তু সত্যি কী জানো? তুমি আল্লাহকে চেনোনি। তুমি আল্লাহর প্রেম অনুভব করোনি। আল্লাহর ভালোবাসয় তুমি অভিষিক্ত হওনি। তুমি বুঝ না বিশ্ব বিধাতার মহিমা। তুমি উপলব্ধি কর না বিশ্ব প্রতিপালকের সৌন্দর্য-সুষমা। তুমি জান না তার প্রেম দরিয়ায় সাঁতার কাটা কষ্টের হলেও কতো মিষ্টির, কতো মধুর!

তুমি যদি আল্লাহকে চিনতে, তোমার অন্তরে যদি আল্লাহর মহব্বত-ভালোবাসা থাকতো, তোমার আচরণে-উচ্চারণে তাঁর নির্দেশনা প্রতিফলিত হতো। আল্লাহর ভালোবাসার পরশে যদি তোমার হৃদয় ধন্য

হতো, তাঁর আদেশ নিষেধ পালনে তুমি আমোদিত, আহ্লাদিত হতে।

একবার যদি তুমি আল্লাহর মূল্য বুঝতে পারো, আল্লাহর মহিমা অনুভব করতে পারো, শতো ঝড়ঝাপটা উপেক্ষা করেও, শতো দুর্লঙ্ঘ্য ও বন্ধুর পথ মাড়িয়েও তুমি আল্লাহকে পেতে চাইবে। পৃথিবীর কোনো শক্তি তোমার পথ রোধ করতে পারবে না। কিন্তু তুমি যদি আল্লাহকে না চেনো, তোমার হৃদয়ে যদি আল্লাহর ভালোবাসার আসন না থাকে, শত চেষ্টা করেও কেউ তোমাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

প্রিয় বন্ধু! পুরোটা সময় তো তুমি 'তার' ও 'তাদের' জন্য ব্যয় করছো, কিছু সময় কি তুমি তোমার জন্য ব্যয় করতে পারো না? পুরো জীবনে কয়দিন কতোবার তুমি আল্লাহকে চিনতে চেষ্টা করেছো? আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার চিন্তা করেছো? আল্লাহর পথে চলার হিম্মত করেছো? আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট বরণ করেছো?

তোমার অভিযোগ, আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন না। আচ্ছা বন্ধু, আল্লাহ যদি তোমাকে ভালো নাই বাসতেন, তাহলে ইমান ও ইসলামের দৌলত কেনো দিলেন তোমাকে! কেয়ামতের দিন অবিশ্বাসীরা বলবে, আল্লাহ তুমি আমাদের 'ইমান-ইসলামের সম্পদ' দাও আমরা তোমাকে সারাজাহান ভর্তি স্বর্ণ দেবো! কিন্তু তাদের সেই চাওয়া পাওয়া কি পুরা হওয়ার মতো! আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসেন বিধায় তোমাকে অমূল্য রত্ন দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসা দিয়েছেন। এবার তুমি আল্লাহকে ভালোবাস দাও। তুমি নিজেকে তাঁর কাছে সঁপে দাও। তুমি নিজেকে নিয়ে ভাবো, নিখিল জাহান নিয়ে ভাবো, তোমার অস্তিত্বের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে, সমগ্র বিশ্বের পরতে পরতে তুমি তাঁর পরিচয় পাবে। একদিন তোমার হৃদয়ে তাঁর ভালোবাসার আসন তৈরি হবে। তুমি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে আত্মসমর্পিত, আত্মনিমগ্ন হয়ে থাকতে চাইবে।

বিশ্বাস করো বন্ধু, তুমি যদি তোমার সত্তায় ডুব দিয়ে নিজেকে আবিষ্কার কর, তুমি যদি তোমার হৃদয়ে আল্লাহর মারেফাত মুহাব্বত অনুভব কর, তুমি চঞ্চল প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে তাঁর পথে চলতে। তুমি জীবন্ত নমুনা হয়ে উঠবে আল্লাহপ্রেমী সাধকদের। আল্লাহর ঘোর শত্রুও যখন আল্লাহর পরিচয় ও ভালোবাসায় আন্দোলিত হয়, মুহূর্তমধ্যে সে আল্লাহর পথের পথিক হয়ে যায়। তাঁর পথের সকল মায়াজাল ছিন্ন করে ফেলে বীর লড়াকুর মতো। তাকে ঘিরে থাকা সবধরনের শিকল বন্ধনকে সে বীর বিক্রমে

ছিঁড়েফেরে পথ পরিষ্কার করতে থাকে। যে উমর বিন খাত্তাব প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলো আল্লাহর রাসুল (সা.)-এর জান নিতে সে উমরই কেনো তৈরি থাকতো আল্লাহর রাসুলের জন্য জান দিতে! যারা একসময় ইসলামের জানি দুশমন ছিলো, তারাই কেনো তাঁর পথে পতঙ্গের মতো জান কোরবান করলো! তুমিও আল্লাহকে পেতে বেচাইন বেকারার থাকবে, তুমিও ইসলামের পথে চলতে অস্থিরভাবে ছটফট করতে থাকবে যদি তোমারও ভাগ্যাকাশে উদিত হয় সৌভাগ্যের সিতারা, তোমার উপর বর্ষিত হয় আল্লাহর রহমতের স্নিগ্ধ বারিধারা। আল্লাহর পথ থেকে দূরে থাকাটাকে তুমি গর্বের মনো করো না বন্ধু। বরং বাঁচতে যদি চাও প্রাণপনে দৌড়াতে থাকো আল্লাহর দিকে সময় ফুরাবার আগে, বেলা ডুবার আগে।

প্রিয় বন্ধু, তুমি যেনো নিজেকে আবিষ্কার করো, তুমি সফলতার রাজপথে চলার উৎসাহ ও প্রেরণা পাও; এলক্ষ্যেই তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী এ অধম তোমার সামনে পেশ করছে এ পয়গাম।

ইলিয়াছ রিফায়ী

৩/১০/২০২১

elyasrefay@gmail.com

প্রথম ভাগ

হে যুবক
তুমি যদি আল্লাহর হতে!

মাওলানা ইলিয়াছ রিফায়ী
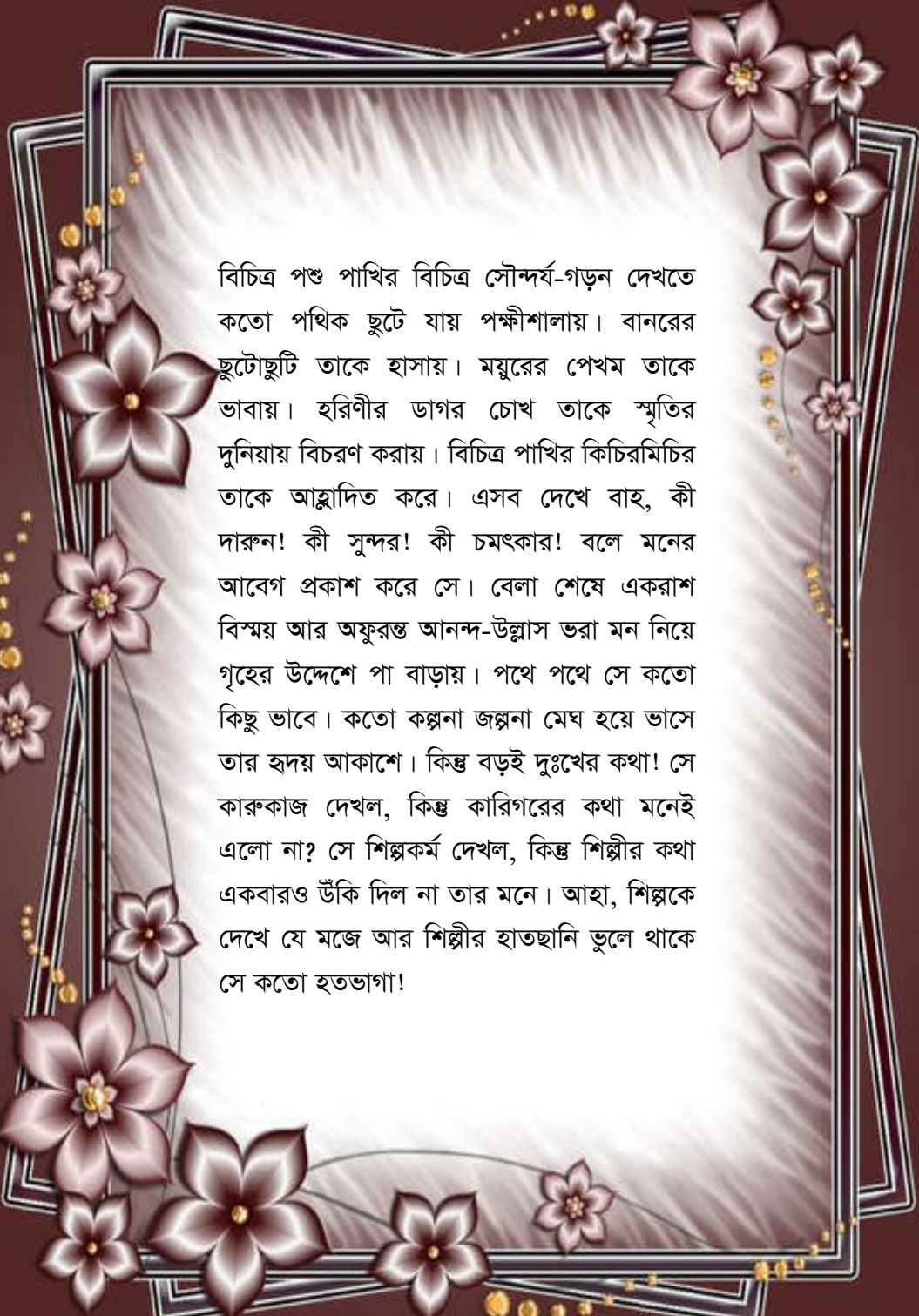
গবেষক, ইসলাম প্রচারক

প্রচলিত ধর্ম ও মতবাদ বিশ্লেষক
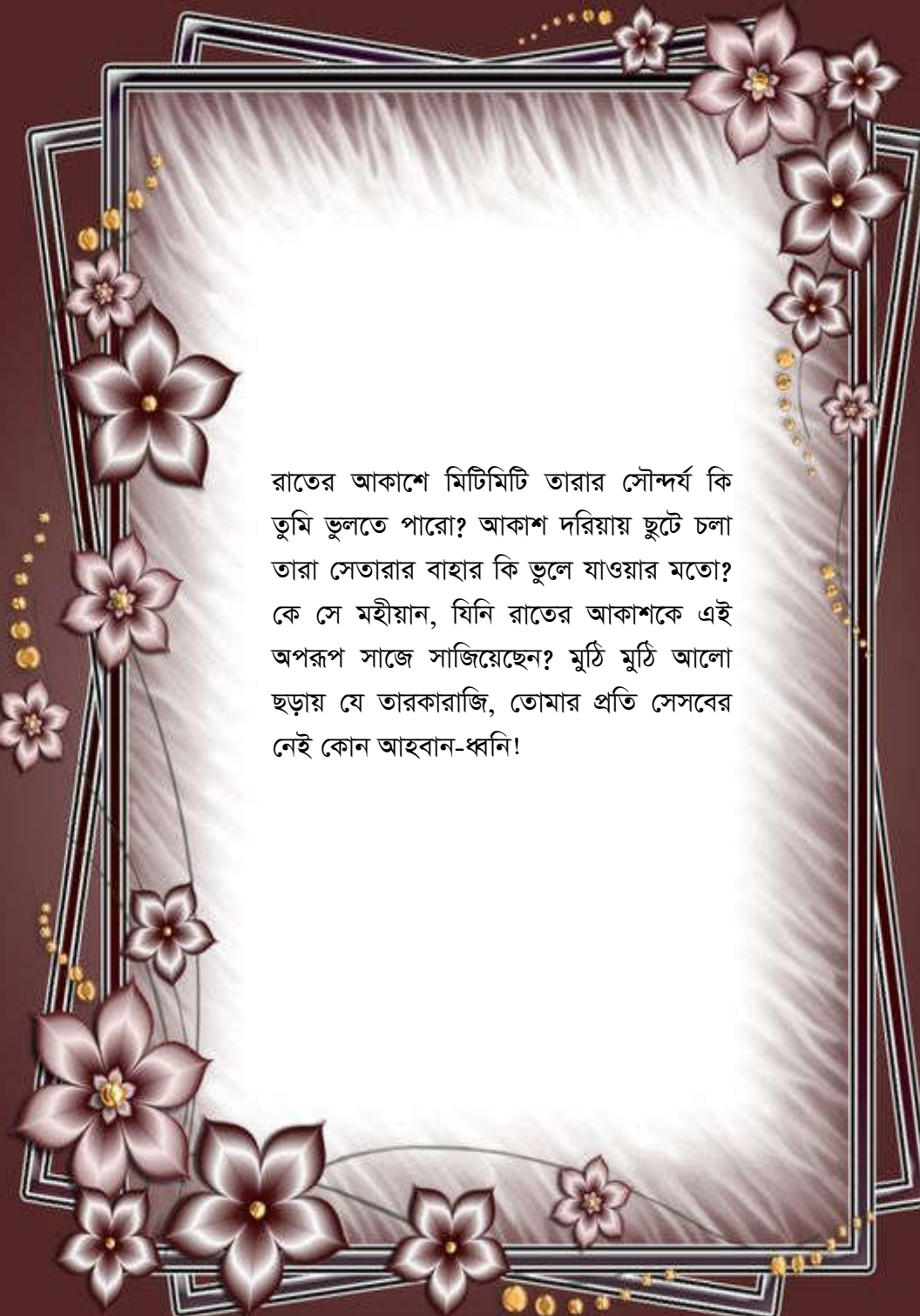
দরিয়ার ঢেউয়ের খেলায় তুমি বিমোহিত। অনেকক্ষণ ধরে দেখেও সাধ মেটে না। মন চায় আরও দেখতে, আরও দেখতে। এই দরিয়া, দরিয়ার ঢেউয়ে তুমি আসক্ত হলে। কিন্তু আসক্ত হলে না তার সৃষ্টিকর্তার? ডিঙি নৌকায় চড়ে, দরিয়ার মৃদু ঢেউয়ে দোল খেয়ে খেয়ে দু'ধারের প্রাকৃতিক শোভায় নয়ন জুড়াতে তোমার মনে কতো ব্যাকুলতা। কিন্তু এই দরিয়া, দরিয়ার মৌজ, দু'ধারের সাজ-রূপ যার অস্তিত্ব ঘোষণা করে, তার প্রতি নেই তোমার কোনো ব্যাকুলতা! কোন অস্থিরতা! কেনো এমন হয় মানুষ!
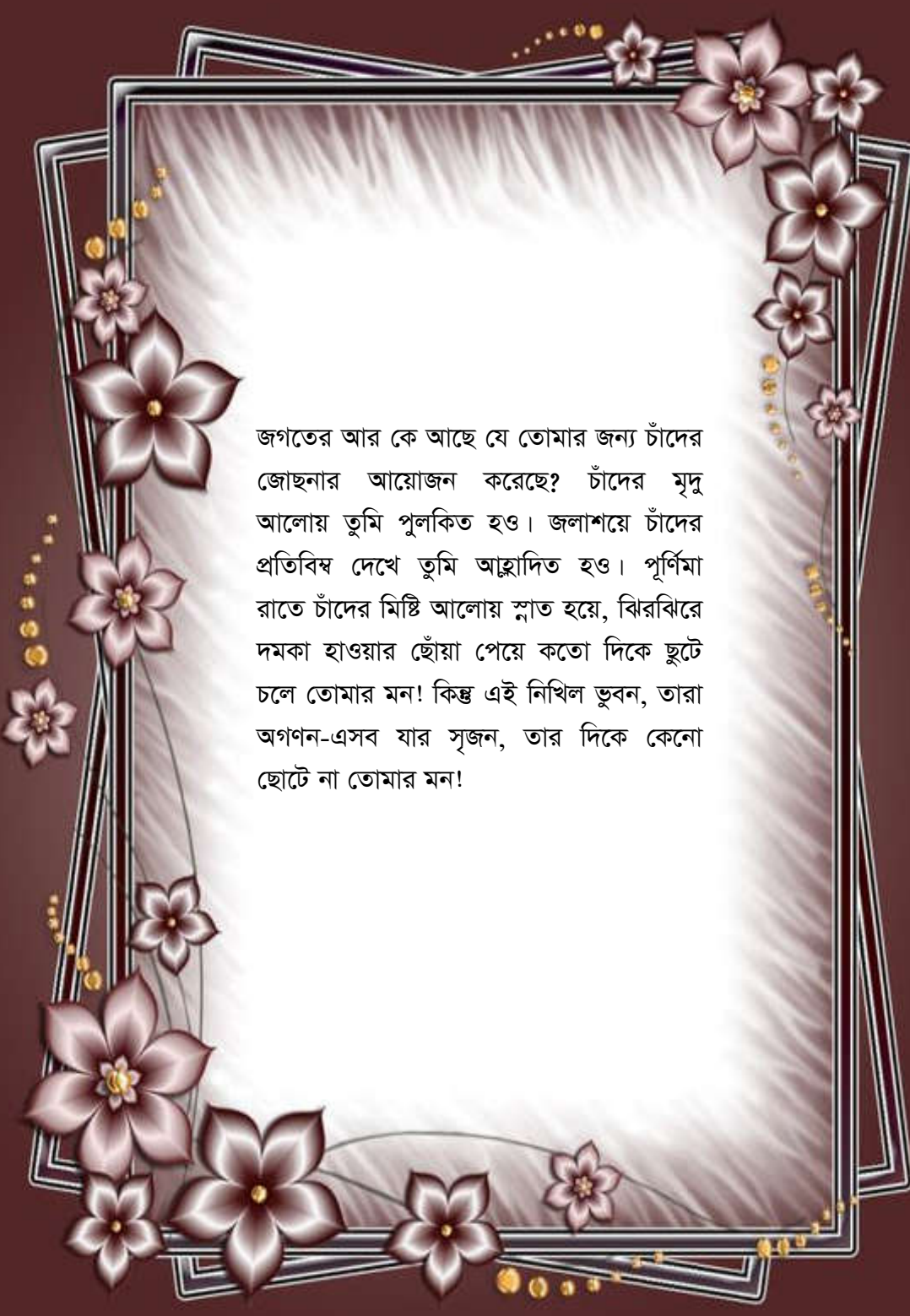
কতো সমুদ্রপ্রেমী সমুদ্রের উচ্ছ্বাস-উচ্ছলতা ভোগ করতে ছুটে যায় কতো সমুদ্র সৈকতে! তার ছলাৎ ছলাৎ রব তাকে অহর্নিশ ডাকে। সে সুরের ব্যঞ্জনায় মোহিত হয়ে ছুটে চলে সে কতো দূরে, অচেনা পথে? কতো বোকা তুমি! কতো অবুঝ তুমি! সাগর-সমুন্দর দেখতে কতো ব্যাকুল, আর সাগর-দরিয়ার সৃষ্টিকর্তা থেকে কতো গাফেল? ঢেউয়ের গান, কল কল রবে বয়ে যাওয়া পানির কলতান-এসবে পাওনা তুমি কোনো বার্তা! সৈকতে আছড়ে পড়া প্রতিটি ঢেউয়ের অব্যক্ত আহবান যদি বন্ধু তুমি অনুভব করতে পারো, সাত সাগর পাড়ি দিয়ে হলেও তুমি ব্যগ্র, বেচাইন থাকবে তার স্রষ্টাকে পেতে!
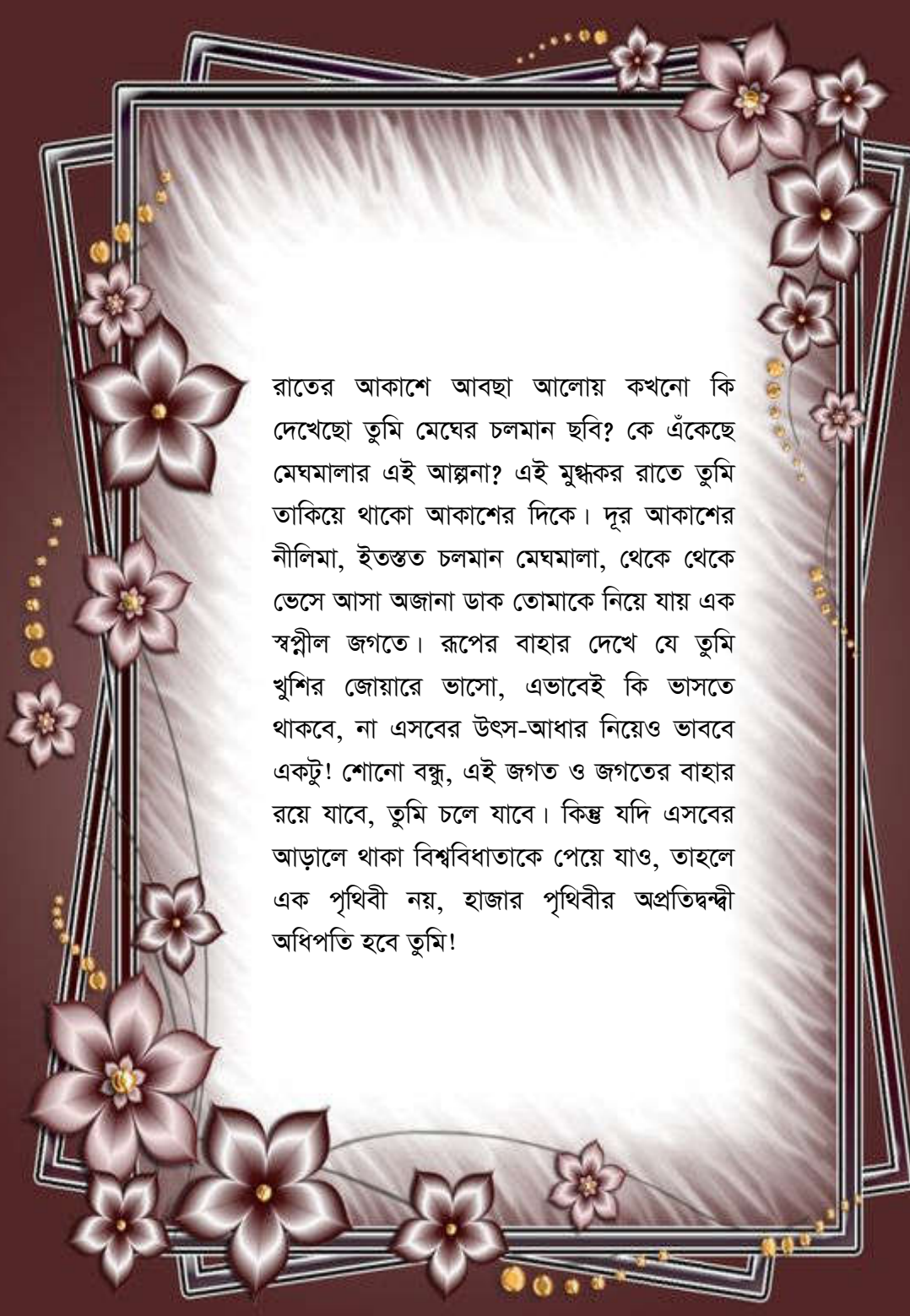
বিচিত্র পশু পাখির বিচিত্র সৌন্দর্য-গড়ন দেখতে কতো পথিক ছুটে যায় পক্ষীশালায়। বানরের ছুটোছুটি তাকে হাসায়। ময়ুরের পেখম তাকে ভাবায়। হরিণীর ডাগর চোখ তাকে স্মৃতির দুনিয়ায় বিচরণ করায়। বিচিত্র পাখির কিচিরমিচির তাকে আহ্লাদিত করে। এসব দেখে বাহ, কী দারুন! কী সুন্দর! কী চমৎকার! বলে মনের আবেগ প্রকাশ করে সে। বেলা শেষে একরাশ বিস্ময় আর অফুরন্ত আনন্দ-উল্লাস ভরা মন নিয়ে গৃহের উদ্দেশে পা বাড়ায়। পথে পথে সে কতো কিছু ভাবে। কতো কল্পনা জল্পনা মেঘ হয়ে ভাসে তার হৃদয় আকাশে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা! সে কারুকাজ দেখল, কিন্তু কারিগরের কথা মনেই এলো না? সে শিল্পকর্ম দেখল, কিন্তু শিল্পীর কথা একবারও উঁকি দিল না তার মনে। আহা, শিল্পকে দেখে যে মজে আর শিল্পীর হাতছানি ভুলে থাকে সে কতো হতভাগা!
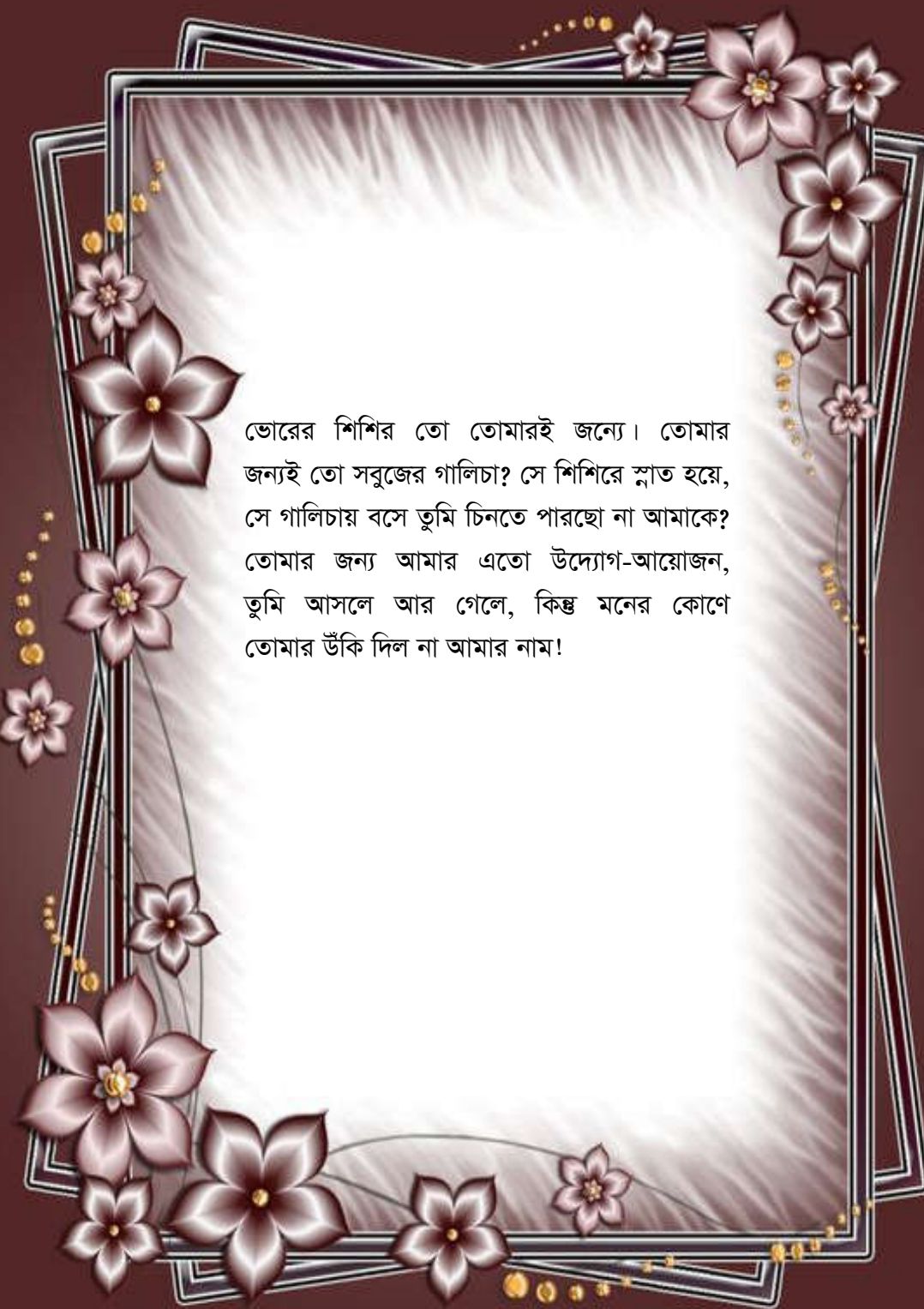
রাতের আকাশে মিটিমিটি তারার সৌন্দর্য কি তুমি ভুলতে পারো? আকাশ দরিয়ায় ছুটে চলা তারা সেতারার বাহার কি ভুলে যাওয়ার মতো? কে সে মহীয়ান, যিনি রাতের আকাশকে এই অপরূপ সাজে সাজিয়েছেন? মুঠি মুঠি আলো ছড়ায় যে তারকারাজি, তোমার প্রতি সেসবের নেই কোন আহবান-ধ্বনি!
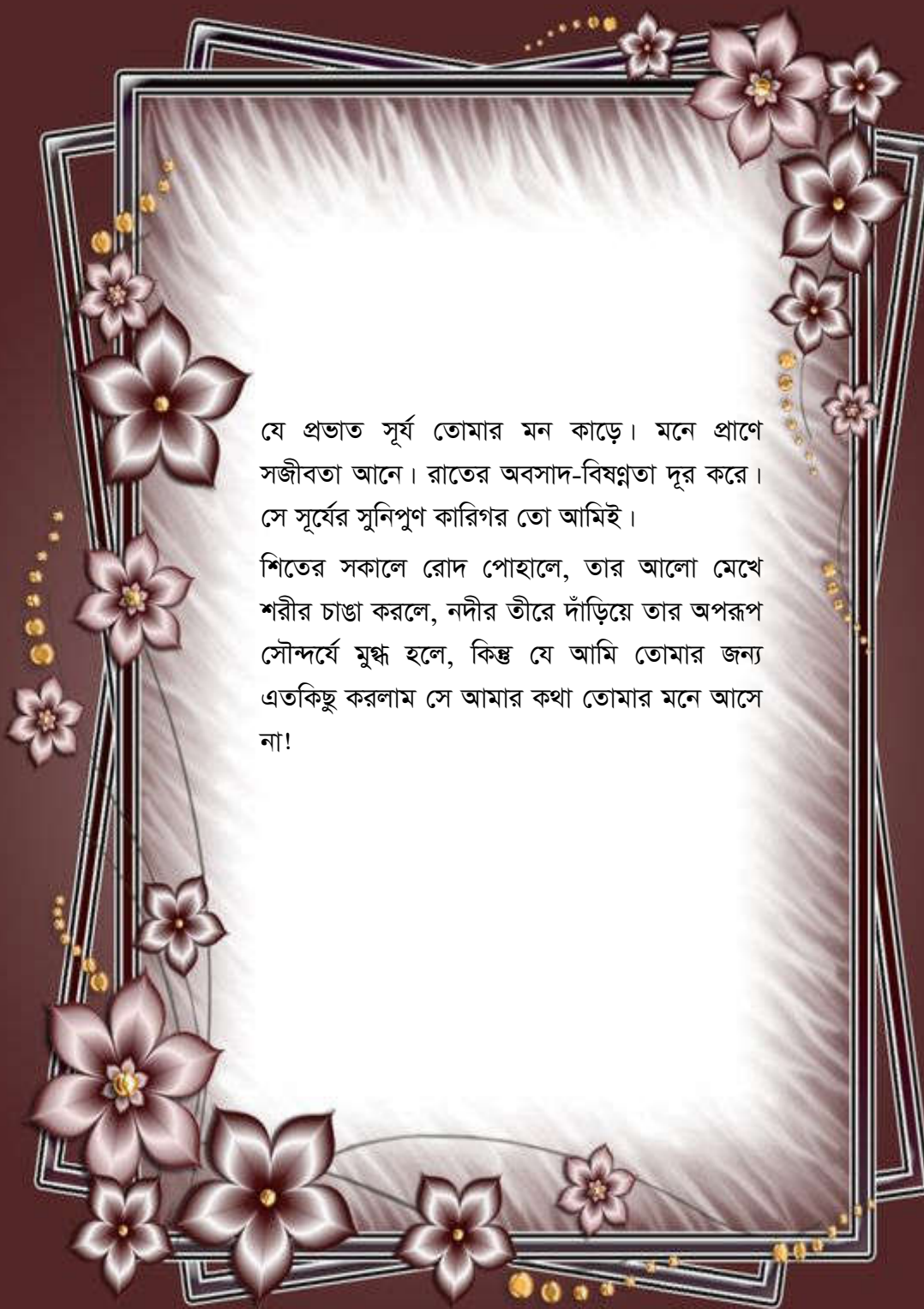
জগতের আর কে আছে যে তোমার জন্য চাঁদের জোছনার আয়োজন করেছে? চাঁদের মৃদু আলোয় তুমি পুলকিত হও। জলাশয়ে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখে তুমি আহ্লাদিত হও। পূর্ণিমা রাতে চাঁদের মিষ্টি আলোয় স্নাত হয়ে, ঝিরঝিরে দমকা হাওয়ার ছোঁয়া পেয়ে কতো দিকে ছুটে চলে তোমার মন! কিন্তু এই নিখিল ভুবন, তারা অগণন-এসব যার সৃজন, তার দিকে কেনো ছোটে না তোমার মন!

রাতের আকাশে আবছা আলোয় কখনো কি দেখেছো তুমি মেঘের চলমান ছবি? কে এঁকেছে মেঘমালার এই আল্পনা? এই মুগ্ধকর রাতে তুমি তাকিয়ে থাকো আকাশের দিকে। দূর আকাশের নীলিমা, ইতস্তত চলমান মেঘমালা, থেকে থেকে ভেসে আসা অজানা ডাক তোমাকে নিয়ে যায় এক স্বপ্নীল জগতে। রূপের বাহার দেখে যে তুমি খুশির জোয়ারে ভাসো, এভাবেই কি ভাসতে থাকবে, না এসবের উৎস-আধার নিয়েও ভাববে একটু! শোনো বন্ধু, এই জগত ও জগতের বাহার রয়ে যাবে, তুমি চলে যাবে। কিন্তু যদি এসবের আড়ালে থাকা বিশ্ববিধাতাকে পেয়ে যাও, তাহলে এক পৃথিবী নয়, হাজার পৃথিবীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি হবে তুমি!
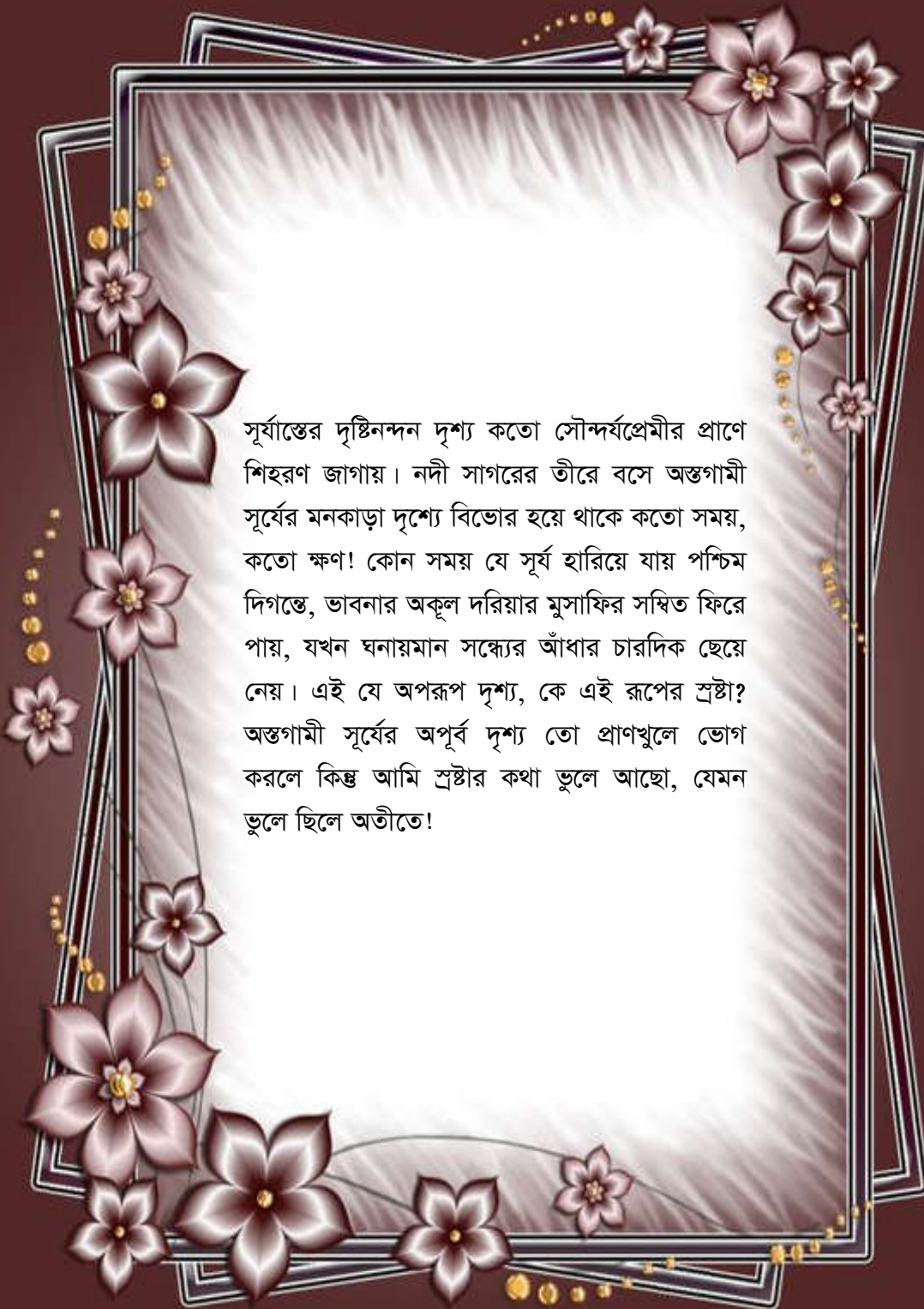
ভোরের শিশির তো তোমারই জন্যে। তোমার জন্যই তো সবুজের গালিচা? সে শিশিরে স্নাত হয়ে, সে গালিচায় বসে তুমি চিনতে পারছো না আমাকে? তোমার জন্য আমার এতো উদ্যোগ-আয়োজন, তুমি আসলে আর গেলে, কিন্তু মনের কোণে তোমার উঁকি দিল না আমার নাম!
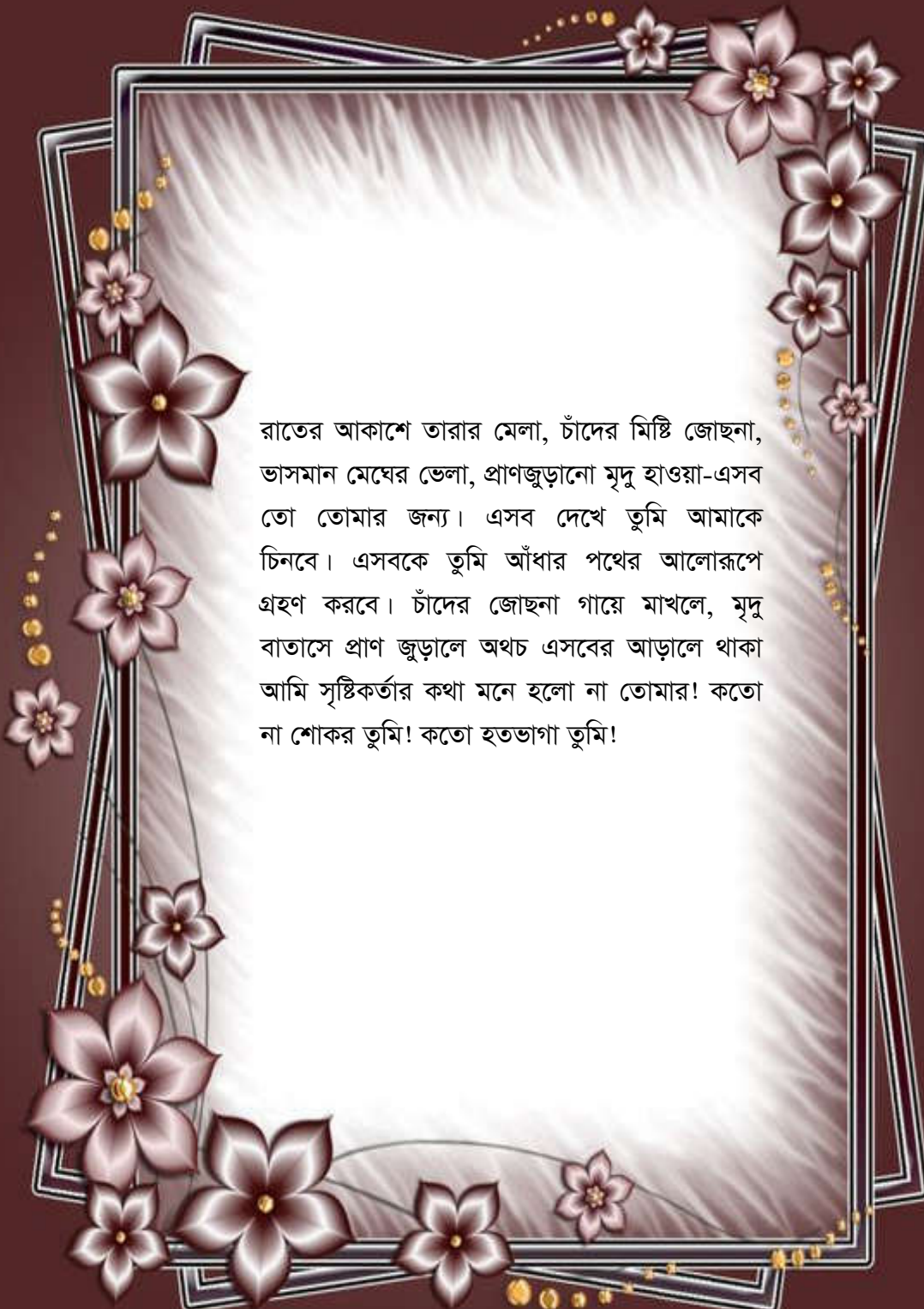
যে প্রভাত সূর্য তোমার মন কাড়ে। মনে প্রাণে সজীবতা আনে। রাতের অবসাদ-বিষণ্নতা দূর করে। সে সূর্যের সুনিপুণ কারিগর তো আমিই।

শিতের সকালে রোদ পোহালে, তার আলো মেখে শরীর চাঙা করলে, নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হলে, কিন্তু যে আমি তোমার জন্য এতকিছু করলাম সে আমার কথা তোমার মনে আসে না!

সূর্যাস্তের দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য কতো সৌন্দর্যপ্রেমীর প্রাণে শিহরণ জাগায়। নদী সাগরের তীরে বসে অস্তগামী সূর্যের মনকাড়া দৃশ্যে বিভোর হয়ে থাকে কতো সময়, কতো ক্ষণ! কোন সময় যে সূর্য হারিয়ে যায় পশ্চিম দিগন্তে, ভাবনার অকূল দরিয়ার মুসাফির সম্বিত ফিরে পায়, যখন ঘনায়মান সন্ধ্যের আঁধার চারদিক ছেয়ে নেয়। এই যে অপরূপ দৃশ্য, কে এই রূপের স্রষ্টা? অস্তগামী সূর্যের অপূর্ব দৃশ্য তো প্রাণখুলে ভোগ করলে কিন্তু আমি স্রষ্টার কথা ভুলে আছো, যেমন ভুলে ছিলে অতীতে!

রাতের আকাশে তারার মেলা, চাঁদের মিষ্টি জোছনা, ভাসমান মেঘের ভেলা, প্রাণজুড়ানো মৃদু হাওয়া-এসব তো তোমার জন্য। এসব দেখে তুমি আমাকে চিনবে। এসবকে তুমি আঁধার পথের আলোরূপে গ্রহণ করবে। চাঁদের জোছনা গায়ে মাখলে, মৃদু বাতাসে প্রাণ জুড়ালে অথচ এসবের আড়ালে থাকা আমি সৃষ্টিকর্তার কথা মনে হলো না তোমার! কতো না শোকর তুমি! কতো হতভাগা তুমি!

আমি ছাড়া আর কে আছে, যে গাছে গাছে ফল দেয়। ক্ষেতে ক্ষেতে ফসল দেয়। সোনালী বরন রোদ দেয়। ঝিরঝিরে বাতাস দেয়। আমার এসব দান তো তোমার জন্য। তুমি আমাকে চিনবে। আমার পথে চলার প্রেরণা পাবে।

তুমি চোখ দিয়ে নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে বিভোর হও। প্রিয় মানুষের দর্শন তোমার নয়ন-মন জোড়ায়। কে দিয়েছে তোমাকে তোমার এই দৃষ্টিশক্তি!?

তুমি কান দিয়ে শোনো প্রকৃতির কলরব। মোহনীয় সুরের ব্যঞ্জনায় তুমি বিমোহিত হও। যাদুকরি সুরের মূর্ছনায় তুমি উল্লসিত হও। কে দিয়েছে তোমাকে তোমার এই শ্রবণশক্তি!?

এই যে তুমি হাসনাহেনার সৌরভে আমোদিত হও। ফুল-ফলের মৌ মৌ করা ঘ্রাণে আহ্লাদিত হও; কে দিয়েছে তোমাকে এই ঘ্রাণশক্তি!?

পা দিয়ে হাঁটো। হাত দিয়ে স্পর্শ করো। হার্ট ও ব্রেইন দিয়ে কল্পনা করো; কে দিয়েছে তোমাকে এসব বলশক্তি ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ!? কোটি টাকার বিনিময়ে কি তুমি এসব কিনতে পারবে? কোটি টাকার বিনিময়ে কি তুমি আত্মার সন্ধান পাবে? আমার দেওয়া এসব 'সরঞ্জাম' দিয়ে তুমি সবকিছু করছো, শুধু করছো না আমার বন্দনা! আমার দেওয়া এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়ে তোমার সবকিছু করার সময় হচ্ছে, শুধু সময় হচ্ছে না আমার আরাধনা করার!

একটু কল্পনা করো তো, তোমার চাওয়া ছাড়াই যদি আমি তোমাকে এতো কিছু দিতে পারি। তুমি যদি আমাকে পাওয়ার জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করো, কিছু কষ্ট বরণ করো তাহলে আমি তোমাকে কেমন অকল্পনীয়, অচিন্তনীয় নাজনেয়ামত দিতে পারি! সারা জাহানের সকল ধনদৌলতের একচ্ছত্র অধিকারী যে আমি, সে আমাকেই তুমি ভুলে যাচ্ছো মাত্র কয়টাকার লোভে পড়ে!

সকল সৌন্দর্যের আধার যে আমি, সকল রূপ-সুষমার উৎস যে আমি, একটি হাসির ঝিলিকে, একটি রূপের ঝলকে সে আমাকেই ভুলে যাচ্ছো তুমি!

মূল্যবান এমন কী আছে, যা সাধনা ছাড়া পাওয়া যায়? তাহলে সাধনা ছাড়া, দিলের আরযু খুন করা ছাড়া, চাহিদার অনল নির্বাপিত করা ছাড়া কীভাবে পাবে তুমি আমি আল্লাহকে।

আমি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য যারা অসাধ্য সাধন করেছে। নফস ও প্রবৃত্তির সাথে যারা লড়াই ও সংগ্রাম করেছে। নফসের কুমন্ত্রণা দমন করার ফলে যারা তীব্র যন্ত্রণা সয়েছে। তাদের এই ত্যাগের, এই যন্ত্রণা ও যাতনার পুরোপুরি প্রতিদান দেবো আমি 'প্রতিদান দিবসে'।

বেগানা নারীদের থেকে দূরে থাকার এই অসহ্য যন্ত্রণা ও বক্ষ বিদীর্ণকারী ব্যথাবেদনার প্রতিদান স্বরূপ আমি তাদের উপহার দেবো এমন সব 'অপ্সরী' পুরো পৃথিবীর বিনিময়েও তুমি যাদের ওড়নাটা পর্যন্ত কিনতে পারবে না! তাদের কেউ যদি পৃথিবীর দিকে একবার তাকাতো সারা পৃথিবীতে আলোর বন্যা বয়ে যেতো!

নিষিদ্ধ গানবাদ্যের সুরের মূর্ছনায় তুমি সম্মোহিত। ছুটছো গায়ক-গায়িকার পেছনে হন্য হয়ে। ছুটো, যতো পারো ছুটো। একদিন এই গায়ক-গায়িকা হারিয়ে যাবে। একসময় এই গানের সুর মিলিয়ে যাবে। তুমিও চলে যাবে পৃথিবী থেকে। কিন্তু যারা প্রতীক্ষার প্রহর গুনেছিল আমার জন্য। যারা বুকে পাথর বেঁধে ধৈর্য ধরেছিলো আমার প্রতীক্ষায়। আজ আমি শোনাব তাদের এমন সুর যার বিন্দুপরিমাণ স্বাদ যদি তুমি স্বাদ আস্বাদন করতে, ষাট-সত্তর বছর কেনো কোটি কোটি বছর ধরে নির্ঘুম রাত কাটাতে, কোটি কোটি সুরের ঝংকার উপেক্ষা করতে-শুধু এই সুর শোনার প্রতীক্ষায়। সেদিন তুমি আমার সে সুর শোনার জন্য কপাল চাপড়াবে। আক্ষেপে উন্মাদ হবে। দিগদিগন্ত প্রকম্পিত করবে চিৎকার করে করে। কিন্তু সব নিষ্ফল, নিরর্থক!

আমি কি তোমাকে কুরআন দিইনি? সেই কুরআন পড়ে শোনানোর জন্য 'কণ্ঠের যাদুগরদে'র পাঠাইনি? তোমাকে আকৃষ্ট করে কবী, গায়কের গান। কিন্তু ভুলে থাকো আমার পবিত্র কুরআন। তোমার সব বই পড়ার অবারিত সময় থাকে। কিন্তু আমার কুরআন বোঝা তো দূরের কথা শুদ্ধভাবে পাঠ করার সুযোগ পর্যন্ত তোমার হয় না। আমার দেওয়া সময় দিয়ে তোমার সব করার সময় হয়। সময় ও সুযোগ হয় না শুধু আমার কাজ করার।

বাংলাভাষায় তুমি অনলবর্ষী। ইংরেজিভাষায় তোমার দক্ষতা বিস্ময়কর। কিন্তু তোমার হেদায়াতের জন্য পাঠানো আমার কিতাবের ক্ষেত্রে তোমার কেনো এতো অবহেলা, এমন দৈন্যদশা! প্রতিদিন তুমি চষে বেড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়, যোগাযোগ মাধ্যমে ও টিভিচ্যানেলে, পৃথিবীর সংবাদ জানার জন্য। কিন্তু ইহকালে সঠিক পথ প্রাপ্তির সংবাদ, পরকালে মুক্তির সংবাদ জানার জন্য তোমার আগ্রহ নেই কুরআন পড়ার, কুরআন বোঝার। হে মানুষ, কিসে তোমাকে ধোকায় ফেলেছে? কিসে তোমার চোখকে বিভ্রান্ত করেছে? কিসে তোমার চিন্তাশক্তিকে অকেজো করেছে?

তুমি তোমার ছেলেমেয়েকে বাংলা পড়াবে, পড়াও। ইংরেজি পড়াবে, পড়াও। কিন্তু কুরআন বাদ দিয়ে কেনো? কোরআন বাদ দেওয়া কি কোনো মোসলমানের পক্ষে সম্ভব? এ কেমন অলসতা ও অবহেলা! এ কেমন অযত্ন ও গুরুত্বহীনতা! তাও আবার আল্লাহর বাণী কুরআনের বেলায়! কুরআন বাদ দিয়ে তুমি এমন কী হয়ে গেছো শুনি। কুরআন বাদ দিয়ে তুমি এমন কী পেয়ে গেছো দেখি। সব তুচ্ছ, নগন্য। সব ক্ষণস্থায়ী, ধ্বংসশীল। কিন্তু যারা দুনিয়াতে কুরআন পড়েছে, প্রত্যহ যারা কুরআন তেলাওয়াত করেছে, তাদের কতো যে অশ্রুতপূর্ব পুরস্কার রয়েছে! 'বিচার দিবসে' তাকে রাজত্ব দেওয়া হবে। অমরত্ব ও অবিনশ্বরত্ব দেওয়া হবে। সম্মানের মুকুট পরানো হবে। তার মাবাবাকে এমন পোষাক পরানো হবে সমগ্র পৃথিবীর ধনভাণ্ডার ও অর্থসম্পদ দিয়ে যা কেনা সম্ভব হবে না। তারা বলবে, আল্লাহ, আমাদের এই অভাবনীয় সম্মান কিসের বদৌলতে!? আল্লাহ বলবেন, তোমরা তোমাদের সন্তানকে কোরআন শেখানোর বদৌলতে! এরপরও তুমি কুরআন শিখবে না! তোমার সন্তানদের কুরআন শেখাবে না!

কী আশ্চর্য, এও কি বিশ্বাস করা যায়, তুমি মোসলমান কিন্তু পড়তে জানো না পবিত্র কুরআন! তোমার সন্তানকে তুমি ডাক্তার বানাবে, বানাও। প্রকৌশলী বানাবে, বানাও। কিন্তু কুরআন অবশ্যই শেখাও। মৃত্যুর পর সে কার ডাক্তারি করবে! মৃত্যুর পর সে কোন বাড়ির নকশা আঁকবে! সেসময় তো কাজে আসবে শুধু পবিত্র কুরআন। সেসময় প্রয়োজন হবে নামায রোযাসহ অন্যান্য নেক আমল ও সৎকাজের।

শোনো বন্ধু, দুনিয়ার জীবন ষাট-সত্তর বছরের। এ সীমিত সময়ে আরাম-আয়েশের জন্য যদি তোমার এতো উদ্যোগ-আয়োজন ও দৌড়-ঝাপের প্রয়োজন হয়, তাহলে চিরস্থায়ী জীবনে শান্তি-আরামের জন্য তোমার কতো শ্রম সাধনার প্রয়োজন? সময় থাকতে কামাই করো। বিপদের সময় কাজে আসবে। দুনিয়াতে পরিশ্রম ছাড়া কে কী পায় বলো? তাহলে পরিশ্রম ছাড়া আখেরাতে সুখ-শান্তির আশা কীভাবে করো! দুনিয়ার জন্য পরিশ্রম করছো; করো। কিন্তু আখেরাত বাদ দিচ্ছো কেনো। আখেরাতের জন্য আগে করো। পরে করো দুনিয়ার জন্য।

দু'দিনের জীবনের জন্য যদি এতো পরিশ্রম করা লাগে, তাহলে একটু ভাবো, অনন্তকালের জীবনের জন্য কেমন পরিশ্রমের প্রয়োজন!

মন না বুঝতে চাইলে জোর করে তাকে বোঝাও। মন না মানতে চাইলে জোর করে তাকে মানাও। কারণ আখেরাতে নিঃসংশয় বিশ্বাস রাখতে হবে। আখেরাতের জন্য কামাই-রোযগার করতে হবে। সবখানে কম্প্রোমাইজ চললেও এখানে নো কম্প্রোমাইজ। সবজায়গায় শীথিলতা করলেও এখানে প্রশ্রয় দিয়ো না কোনো ধরনের শীথিলতা। কারণ

বাঁচার একমাত্র পথ এটাই। এটাই মুক্তির একমাত্র উপায়।

বন্ধু গাড়ির চিন্তা, দালানকোঠার চিন্তায় বিভোর থেকো না। ছহিহ সালামতে ইমান নিয়ে কীভাবে মাওলার সামনে হাযির হওয়া যায় এ ফিকিরই করো বেশি বেশি। তোমাকে আল্লাহ কোথাও বলেননি, দুনিয়া পুরোপুরি ছেড়ে কেবল আখেরাত নিয়েই পড়ে থাকো। বরং আল্লাহ বলছেন, 'আখেরাতের জন্য কামাই করো। তবে দুনিয়ার কথা ভুলো না।' কিন্তু অনেক ভাইবোন কী করছে? দুনিয়ার জন্যই কামাই করছে। আখেরাতের কথা ভুলেও মনে আসে না তাদের!

আল্লাহকে পেতে হলে তিনটি কষ্ট বরণ করতেই হয়।

ক. ন্যায় কাজে রত থাকার কষ্ট,

খ. অন্যায় চাহিদা থেকে বিরত থাকার কষ্ট,

গ. বিভিন্ন বিপদাপদে ধৈর্যধারণের কষ্ট।

আল্লাহকে পাওয়ার রাস্তায় সবচেয়ে বড় বাধা হলো, অন্যায় চাহিদা। আল্লাহর পথ সবধরনের অন্যায় কামনা-বাসনা, চাহিদা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা বেষ্টিত। যে আল্লাহকে পেতে চায়, তাকে এসব বাধার সাথে লড়ে এগিয়ে যেতে হয়। এসব বাধার শিকল যে ভাঙতে পারে সেই আল্লাহকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারে। আর যে এসব চাহিদার অক্টোপাসে বন্দি হয়ে থাকে, কামনা-বাসনার চোরাবালিতে যে হারিয়ে যায়, তার পক্ষে আল্লাহকে পাওয়ার স্বপ্ন দেখা অলসের দিবাস্বপ্ন।

তোমার যেসব ইন্দ্রিয় আছে। এদের প্রত্যেকটিরই চাহিদা আছে- আলাদা আলাদা। এরা সে চাহিদায় পুষ্ট হতে ব্যগ্র থাকে। যদি এদেরকে তুমি ভালো জিনিস না দাও এরা খারাপ জিনিসের প্রতি উতলা হবে। স্রোতস্বিনীর মতো ছুটবে। ঝড়ের গতিতে ছুটবে।

তোমার মুখ পানাহার চাইবে। তুমি যদি তাকে সুখাদ্যে অভ্যস্ত না করাও। তুমি যদি তাকে কুখাদ্য থেকে না ফেরাও। সে নেশায় বুদ হয়ে থাকতে চাইবে। সে মদে মাতাল হয়ে সুখ পেতে চাইবে।

চোখের চাহিদার শেষ কি আছে? এমন কোনো সীমা নেয় যেখানে সে থেমে থাকতে চায়। সে সুন্দর থেকে সুন্দরতমের দিকে ধাবমান। সে দেখতে চায় আরও বিস্ময়কর আরও আশ্চর্যকর। সে দেখতে চায় আরও বিরাট আরও বিশাল। সে ছুটে চলে আরও সবুজ-শ্যামলের খোঁজে। যেদিন গিয়ে চোখ বন্ধ হয় সেদিনই তার চাহিদার সমাপ্তি ঘটে। তাই বিজ্ঞজনেরা বলেন, চোখের যতটুকু চাহিদা তোমার কাজে আসে তার ততটুকু চাহিদা তুমি পুরা করো।

মহাজগতের শেষ আছে। কিন্তু তোমার চাহিদার শেষ দেখবে না তুমি। তাই চাহিদার পেছনে না ছুটে চাহিদাকে ছোটাও তোমার পেছন। চাহিদা যেন নিয়ন্ত্রণ না করে তোমাকে। তোমাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তোমার চাহিদা।

মাঝি কি নিজেকে নায়ের কাছে সঁপে দেয়, না নায়ের বৈঠা রাখে নিজের হাতেই? তোমার চাহিদার লাগাম যদি থাকে তোমার হাতে তবেই তুমি পৌঁছতে পারবে তোমার গন্তব্যে। তোমার জীবন তরীর বৈঠা যদি থাকে তোমার হাতে তবেই তুমি যেতে পারবে তোমার স্বপ্নের বন্দরে।

পাহলোয়ান সে নয়, যে সর্ববিধ চাহিদাকে পরিপুষ্ট করে। বা-কামাল মর্দ সে নয়, যে চাহিদার পশুকে সতেজ রাখে। সেই তো বীর লড়াকু, যে সর্ববিধ চাহিদাকে নিজের অনুগত রাখে। জোয়ান তেজিয়ান তো সে, যে সকল চাহিদাকে অবদমিত করে বুক ফুলিয়ে চলে।

দেখো সুজন, তোমার চাহিদা কিন্তু তুমি নও। তোমার চাহিদাগুলো তোমাকে ব্যবহার করে তুষ্ট ও পুষ্ট হতে চায়। তোমার আকাঙ্ক্ষাগুলো তোমাকে ব্যবহার করে সতেজ ও ফুরফুরে থাকতে চায়। সাবধান, হুঁশিয়ার ও সতর্ক থাকবে মেরে ইয়ার! নয়তো ধুকে ধুকে কাটাবে

জীবন হয়তো ইহকালে নয়তো পরকালে। যে মাঝি ঝড়ের প্রথম ধাক্কা সামাল দিতে অক্ষম। তার তরি বেসামাল থাকার আশঙ্কাটাই বড় বেশি! কুচাহিদা ও অন্যায় আকাঙ্ক্ষার প্রথম ধাক্কা তুমি যদি সামাল দিতে পারো, তবেই তুমি 'কিং অভ দা রিং'।

অন্যায় চাহিদা পূরণের পরিণাম লাঞ্ছনা। তুমি হয়তো শক্তিবলে কিংবা ক্ষমতার দাপটে ইহকালীন লাঞ্ছনা থেকে রেহায় পেয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ যদি মাফ না করেন পরকালীন লাঞ্ছনার যাতাকলে তুমি পিষ্ট হবেই হবে। তুমি অন্যায় চাহিদা পুরা করে কারো ইজ্জত লুটে হলে ধর্ষক। তোমার কপালে আছে লাঞ্ছনা। তুমি হয়তো ইহকালে পার পেয়ে যেতে পার ছলে বলে কৌশলে। কিন্তু ধর্ষিতার সৃষ্টিকর্তার শেষ বিচার থেকে কি পারবে রেহায় পেতে! তাকে কি পরাস্ত করতে পারবে ছলে বলে কৌশলে! কিন্তু এই লাঞ্ছনা কেন? এই যিল্লতি তোমার ভাগ্যলিপি কেন? কারণ তুমি অন্যায় চাহিদার ডাকে সাড়া দিয়েছো। সে চাহিদার ডাকে সাড়া না দিলে তোমার অমন কী ক্ষতি হতো! তোমার শরীর কি খসে খসে পড়তো! তোমার কান কি বধির হয়ে যেতো! তোমার চোখ কি অন্ধ হয়ে যেতো! তোমার মুখ কি হয়ে যতো বাকশক্তিহীন! তোমার হাত কি হয়ে যেতো অবশ! তোমার পা কি হয়ে পড়তো চলৎশক্তিহীন! কিছুই হতো না। কিছুই হয় না। অন্যের উপর জোর খাটিয়ে বাহাদুর হলে যে তুমি সে তুমিই কিন্তু আসলে বড় দুর্বল, বড় লাচার। যারা নিজেদের চাহিদাকে শাসাতে পারে না। শাসন করতে পারে না। তারা এই জগৎ

সংসারের জঞ্জাল। ও নিজেকে বড় ভাবে। অথচ ও কত যে ছোট!

যাদের উপর অত্যাচার করে তুমি তোমার অন্যায় চাহিদাকে পরিপুষ্ট করলে। শক্তিতে কিংবা ক্ষমতায় কিংবা কৌশলে ছাড় পেয়ে উদ্যত হয়ে দম্ভভরে হাঁটছো। তুমি কি ভাবছো তাদের আহাজারি, তাদের গগণবিদারী আর্তনাদ বিফলে যাবে। তোমার লাঞ্ছনা থেকে রেহায় কভু পাবে না তুমি। শেষ বিচারের খড়্গ যখন নেমে আসবে তোমার উপর। তখন লাঞ্ছনা-গঞ্জনার ভারে তুমি জর্জরিত হবে। তোমার কলজেফাটা চিৎকারে তোমারই কান বিদীর্ণ হবে। কিন্তু বলো বন্ধু! তোমার এই লাঞ্ছনা কেন? তোমার এই যিল্লতি কেন? মনে আছে ওই যে অত্যাচার করেছিলে! কেন পুরা করতে গেলে সেই অন্যায় চাহিদা!

যে ছেলেটি সিগারেট খায়। অঙ্গভঙ্গি করে মুখ বাঁকিয়ে নাসিকা উন্নত করে আকাশ পানে যখন ধোঁয়া উদ্গীরণ করে, তখন সে নিজেকে শাহানশাহ ভাবে। অথচ ও অনুভব করতে পারে না ওর ওই একেক বারের ধোঁয়া উদ্গীরণের সাথে বাতাসে ওর কলজেপোড়া গন্ধ ভাসে। ওর গলা ওর হৃদপিণ্ড হাহাকার করে, বাঁচাও আমাদের।

তোমার সিগারেট না খেলে অস্থির লাগে। কিন্তু আরেকজনের সিগারেটের গন্ধ বিষের মতো লাগে। নেশা সেবন না করলে তোমার প্রাণ যায় যায়। কিন্তু আরেকজনের কানে নেশা নামটাই বড় বিরক্তিকর। কারণ তুমি নেশার গোলাম। তুমি নেশায় অভ্যস্ত। আর অপরজন নেশাকে তার ধারে ঘেঁষতে দেয় না। সে নিজেও নেশার সীমানায় ঢুকে না। তুমি চেয়ে দেখো তার কোনো ক্ষতি হচ্ছে? তার কোনো বিনাশ হচ্ছে?

যার প্রচণ্ড চাহিদা ছবি দেখা কিংবা গান শোনা। ছবি না দেখলে কিংবা গান না শুনলে, সে তীব্র অস্থিরতা অনুভব করে। প্রবল ঝড় শরীরমন দুমড়ে মুচড়ে দিতে চায়। পানিহীন মাছের মতো ছটফট করে। যে এসবে যতো নেশাগ্রস্ত, যতো অভ্যস্ত। তার ততবেশি প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এসব অন্যায় চাহিদা পুরা করার দরুন তার কোনো লাভ হয় না। পুরা না করলে কোনো ক্ষতিও হয় না। কিন্তু ‘চাহিদার গোলাম’ হয়ে যাওয়ার দরুন ওসবের পেছনে সে অনুগত ভৃত্যের মতো ছুটতে থাকে। বাধ্য ও বশ্য বাহনের মতো ওসব চাহিদা তাকে যথেচ্ছা ঘোরায়।

সেও এসব কামনা-বাসনার নাগপাশ থেকে উদ্ধার পাবে যদি আল্লাহকে পাওয়ার ইচ্ছা তার থাকে। জন্য

তাকে আল্লাহর পথের পথিকদের সংস্পর্শে আসতে হবে। যেকোনো সৎ ও নেককার লোকদের সাহচর্য তাকে সকল অন্যায় চাহিদার করালগ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার রসদ জোগাবে। কতো ভয়ঙ্কর পাপাচারী আল্লাহর পথের পথিকদের সাহচর্য অবলম্বনের ফলে যুগের বিরাট বুযুর্গ বনে যায়! জলের জন্য যেতে হয় জলাধারের কাছে। আলোর জন্য যেতে হয় প্রদীপের কাছে। তেমনিভাবে আল্লাহর জন্য যেতে হয় আল্লাহর পথের পথিকদের কাছে।

চাহিদার জগৎ কতো ভয়ঙ্কর! এ জগৎ থেকে ফেরার গল্প কখনো বেদনার। কখনো সাহসের। সবাই এজগৎ থেকে ফিরতে পারে না। যারা ফিরে আসে তারা কত অর্জন বিসর্জন দেয়, কতো অভিলাষ অবদমিত করে, তা ধারণাতীত, অবর্ণনীয়। সিন্দাবাদের সাত সফরের কষ্টক্লেশ তার সামনে শির নত করে দণ্ডায়মান। তাদের আত্মত্যাগ মহাপ্রভু সাদরে গ্রহণ করেন। তাই তারা প্রভুর নৈকট্যও পায় ঈর্ষণীয়। প্রবল ঘূর্ণীঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে নৌযান রক্ষা করা যতো কঠিন, চাহিদার প্রবল প্রতাপের সঙ্গে লড়াই করে বিজয়ী হওয়া বোধ হয় আরও কঠিন। কিন্তু যারা চাহিদার অসারতা অনুভব করে তারা এর মায়াজাল ছিন্ন করে মহাপ্রভুর পথে এসেই তবে ক্ষান্ত হয়। পথ বন্ধুর দুর্গম। কিন্তু এপথ চলা তাদের কাছে সহজ মনে হয় যখন তারা দেখে গন্তব্যে আছে তাদের মহাপ্রভু বিশ্ববিধাতা। কোটি কোটি মন উপেক্ষা করে চাহিদাগুলোকে পদপিষ্ট করে যারা মহাপ্রভুর ডাকে ফিরে আসে আলোর জগতে, তাদের ফেরাটা বন্ধুর তবে মধুর থেকেও মধুর।

যখন প্রভুর পথে কষ্ট স্বীকার করার প্রসঙ্গ আসে। তখন ওরা বলে, প্রভুর পথ কত দুর্গম। প্রভুকে পাওয়া কতো দুষ্কর। আমার পক্ষে এতো কষ্ট স্বীকার অসম্ভব। অথচ যখন কোনো মাদকতাময়ী অপ্সরীর সৌন্দর্য-রশ্মী ওদের কারো চোখে পড়ে তখন বিশ্বপ্রেমিকের জায়গাটা দখল করতে চির দুর্জয় দুর্দম হয়ে ওঠে। বলে, আমি তাকে যেকোনো মূল্যেই পেতে প্রস্তুত। সে যদি আমাকে পৃথিবীর শেষ সীমানায় গিয়ে পঙ্ক্ষীরাজ ঘোড়া আনতে বলে, আমি তার জন্যে এই দুর্গম অভিযানে বের হতে প্রস্তুত। সে যদি আমাকে আকাশচুম্বি ভবন থেকে লাফ দিতে বলে, লাফ দিতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

আল্লাহপ্রেমিক সাধকরা একটি ঘটনা বলেন, এক চোর এক রাজার ঘরে চুরি করতে ঢুকে। সে রাজা-রাণীদের বলতে শোনে আমরা আমাদের শাহযাদীকে বিবাহ দেব এক ধার্মিক আল্লাহভক্ত যুবকের কাছে। শাহযাদীকে বিয়ে করার লোভ কে হযম করতে পারে? সে ফন্দি করল, আমি রাজপ্রাসাদের নিকটস্থ কোন মসজিদে গিয়ে কয়েকদিন এমন ইবাদত বন্দেগি যাহির করবো যে, চারপাশের লোকদের ছাড়িয়ে যাতে বিস্ময়াবিষ্ট হবে স্বয়ং রাজা-রাণী। যেমন ভাবা তেমন কাজ। কিছুদিনের মধ্যে তার ইবাদত-পরহেযগারির সুনাম আশপাশ ছাড়িয়ে রাজপ্রাসাদের রাজারাণীর মুখে। তারা বেজায় খুশী, একজন উপযুক্ত পাত্র তাদের হাতের নাগালেই। রাজদূত শাহযাদীর বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে সেই আবিদের ইবাদতগাহে দণ্ডায়মান। তাকে জানালো শাহযাদীকে তার সঙ্গে বিবাহ দিতে রাজারাণী প্রস্তুত। কিন্তু আবিদের জবাব, 'শাহযাদী নয়, আমি তো পাগল এখন রব্বে শাহযাদীর।' সে আল্লাহর স্মরণে বিভোর হয়ে গেলো। সে আল্লাহর প্রেম-সাগরে অবগান করতে লাগলো।

সে জাহান দিয়ে কী করবে, যে 'শাহজাহানে'র প্রেমে আত্মহারা হলো। যে 'মেহেরবান'কে পেলো, সে 'মেহেরজান'কে দিয়ে কী করবে বলো?

সত্যিই, যে ইন্দ্রিয়ের চাহিদাগুলো পামাল করে আল্লাহর জন্য। আল্লাহ তাকে মালামাল করেন তার মা'রেফাত ও কুরবাতে। আল্লাহ তাকে অভিষিক্ত করেন তার প্রেম সরোবরে। কোটি প্রাণের 'স্বপ্নের রাজপুত' এক বিশ্বগায়ক যখন আল্লাহর প্রেম-দরিয়ার বিন্দুপানি মুখে নিলো, কোটি প্রাণের হাতছানি উপেক্ষা করে সকল অন্যায় চাহিদা পদলেহিত করে আল্লাহর পথের পথিক হয়ে গেলো। চলচ্চিত্র জগতের এক 'রাজনন্দিনী' যখন আল্লাহর মুহাব্বতের অমৃত সুধায় ঠোঁট ভেজালো, জগতের খ্যাতি, কোটি চক্ষুর নিষ্পলক চাহনি উপেক্ষা করে আল্লাহর 'বাঁদী' হয়ে গেলো? সারা মুসলিম জাহানের বাদশাহ হারুন রশিদের ছেলে কেনো রাজবিলাসিতা ছাড়লো? রাজপ্রাসাদ ছেড়ে কেনো বনবাগানের বাসিন্দা হলো? ইবরাহিম আদহাম কেনো বলখ দেশের রাজত্ব ছেড়ে পথে নামলো? আল্লাহর ভালোবাসায় এমন কোন যাদু আছে, সে ভালোবাসার দরিয়ায় একবার যে চুমুক দিলো, প্রেয়সী প্রেমিকার ডাগর ডাগর হরিণী চোখ, চাঁদসুন্দর ছবি-মুখ, যশখ্যাতির মোহ-লোভ; সব বিসর্জন দেওয়া কীভাবে সহজ হয়ে যায় নিমিষের মধ্যে?

একবার আমি ও আমার এক বন্ধু একটি ফুল-বাগানে ঢুকলাম। আমার বন্ধুটি আনন্দে বাগ বাগ হয়ে গেলো; হাসনাহেনার মনমাতানো সৌরভে মতোয়ারা হলো। ফুটন্ত গোলাবের হাতছানি তাকে আত্মহারা করলো।

সে একটি গোলাব ছুঁয়ে দেখতে হাত বাড়ালো। হাতে কাঁটা বিঁধে গেলো। রাগে সে গোলাবের গাছটি উপড়ে ফেললো। 'হায়রে, প্রেমিক! এই কি তাহলে তোমার প্রেম! এই কি তাহলে তোমার ভালোবাসা! ওহে বোকা! কখনো কি কিছু হয়রে কষ্ট ছাড়া! কাঁটার আঘাত যদি না সইতে পারো! এক বিন্দু রক্তই যদি না দান করতে পারো, তাহলে আমি এই ফুল তোমার নই। তুমি ভেবো না, আমি তোমার চোখ জোড়াবো; আমি তোমার মনে খুশির জোয়ার আনবো।' আমার বন্ধু গোলাব-গাছটির এই নীরব ভর্ৎসনা অনুভব করলো। আমি বললাম, গোলাব-গাছের এই নীরব

ভর্ৎসনা কতই না বাস্তব! যেকোনো জিনিস পাওয়ার পথে কিছু না কিছু কষ্ট তোমাকে সহ্য করতেই হবে। কিছু না কিছু বিসর্জন তোমাকে দিতেই হবে। ‘কিছু পেতে হলে কিছু দিতে হয়’ প্রকৃতির এই অমোঘ বিধান তুমি লঙ্ঘন করবে কীভাবে?

ফুল তুমি যদি কষ্ট ছাড়া না পাও, ‘ফুলের মালিককে’ কীভাবে পাবে তুমি কষ্ট ছাড়া?

এই ‘কাকলী-বনানী’ হারিয়ে যাবে, এই ‘গোলশান ও গুলিস্তান’ একদিন মিলিয়ে যাবে। শুধু রয়ে যাবেন ‘একজন’, যার অপার ক্ষমতায় এসব সাজ-সৌন্দর্যের সৃজন। ফুল ও ফুলের সৌরভের পেছনে ছুটতে ছুটতে যদি সকালকে গড়াতে পারো বিকালের দিকে, তাহলে ‘সৌরভ-সুবাসের আধার’কে পেতে পারো না একটু দৌড়াতে! একটু ছুটতে! শরীরের ইশারায় বাঁচার তাগিদে সেই কাকডাকা ভোরে শীতের সাতসকালে ঘুম ছেড়ে রাস্তায় নামতে পারো, মাওলার ইশারায় আত্মরক্ষার তাগিদে ঘুম ছেড়ে যেতে পারো না মসজিদে! হে অবুঝ! আর কতদিন বেঘোরে ঘুমাবে!? এ ঘুম কি তোমার ভাঙবে না? কতোদিন ঘুমাবে এই ফুলশয্যায়, মাটির বিছানার অবর্ণনীয় কষ্ট কীভাবে সহ্য করবে তুমি!?

আগের যুগের এক রাজকন্যার কাহিনী আমি শুনেছি। তার গুণগরিমা ও সৌন্দর্য-সুষমা দেশব্যাপি ছড়িয়ে পড়ল। দেশের অনেক যুবক তার প্রেমে আত্মহারা হলো। কোথাও কোথাও অপমৃত্যুর ঘটনা পর্যন্ত ঘটলো। অবস্থা এমন দাঁড়ালো, যদি রাজা তার কন্যাকে নির্ধারিত কোরো হাতে তুলে দেয়, অনেকে পতঙ্গের মতো 'আগুনে আত্মাহুতি' দেবে। রাজা একদিন ঘোষণা করলো একটি পরীক্ষার।

পরীক্ষার ডাক শুনে অনেকের আগ্রহে ভাটা পড়লো। কিন্তু একদল যুবক তাকে পেতে মরিয়া হয়ে উঠলো। তারা তার প্রাসাদের উদ্দেশে পা বাড়ালো। রাজকন্যা পথে পথে পেতে রেখেছিলো 'স্বর্গীয় অপ্সরী'র ফাঁদ। হিরে মতি পান্নার ঝলক। নেতৃত্ব ও আসনের লোভ। পথের বাঁকে বাঁকে থাকা সেসব রূপ, ঝলক ও লোভের ফাঁদে পা দিয়ে অনেকেই পথ হারালো। একটি যুবক, যে কঠিন সাধনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলো। পথের সব মায়াজাল সে মাড়িয়ে সামনে এগিয়ে গিয়েছিলো।

দোস্ত, মহান আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছার পথও কন্টকাকীর্ণ। পদে পদে ভয়ঙ্কর ফাঁদ। পথে পথে মোহ ও মায়ার জাল। আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছতে হলে সকল ফাঁদ ও জাল দেখে দেখে সর্তকভাবে এগুতে হয়। আল্লাহর পথের প্রতিবন্ধক যেকোনো অলসতা, যেকোনো অন্যায় চাহিদা, যেকোনো মোহমায়া পরাজিত করার স্পাত কঠিন প্রতিজ্ঞা থাকতে হয়।

এরপরও যদি কিছু হয়ে যায়, হোক। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমাদের গুনা আছে। আর দয়ালু মেহেরবান আল্লাহর আছে রহমত-মাগফেরাতের অকূল দরিয়া। তওবা করলে, ইস্তিগফার করলে সেই অকূল দরিয়ার একটি মাত্র তরঙ্গ গুনাহের সবফেনা নিঃশেষ করে দেবে!

প্রিয় বন্ধু, আল্লাহর দাম অনেক। আমার তোমার কি সাধ্য যে তাকে পাবো। কিন্তু তিনি অনুগ্রহের শিশির বর্ষণ করেছেন তার বান্দাদের ওপর। তিনি তার দয়ার দরোজা উন্মুক্ত করেছেন এই অধম অযোগ্য আমাদের সামনে। কিন্তু কিছু দাম তো দিতেই হবে; কিছু অর্জন বিসর্জন দিতেই হবে। কিছু চাওয়া-পাওয়ার জলাঞ্জলি দিতেই হবে। কিছু ত্যাগ-তিতিক্ষা বরণ করতেই হবে- তা হলেই না সাহস করতে পারি তাকে পাওয়ার। তার জন্যে দিলের আরযু খুন করতে হয়। তামান্নাগুলো পামাল করতে হয়। নিজেকে তার হুকুমের কাছে সমপর্ণ করতে হয়।

সব সম্ভব, কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। একবার আমি শুনলাম, এক অভিনেত্রী অভিনয় ছেড়ে দিয়েছে। কেনো, কী কারণে, কেউ জানে না। হঠাৎ যা শুনা গেলো, বিস্ময়ে অনেকের চোখ ছানাবড়া হলো। একি, নামাযকে সে এতো ভালোবাসে! নামাযে সে আল্লাহর সামনে হাযির হতে এতো পাগলপারা! এওকি সম্ভব! হাঁ। এরচেয়ে আরও বিস্ময়কর কতো কিছু ঘটে যাচ্ছে! কেউ লাখ টাকার হারাম চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে। কেউ পার্থিব যশ-খ্যাতির আসন ত্যাগ করছে। কেউ গুণমুগ্ধ চাহনি উপেক্ষা করছে। সবকিছু হচ্ছে; ওইযে বলা হলো, আল্লাহর প্রেমদরিয়ার তীরেও যে একবার এসেছে, সেও ত্যাগের উজ্জ্বল নমুনা পেশ করেছে। ভার্সিটির এক যুবককে চিনতাম। মুখে দাড়ি নেই। ইসলামি লিবাস নেই। মসজিদের ধারধারে নেই। একদিন দেখি, তার মুখে সুন্দর দাড়ি। পরনে ইসলামি লিবাস, মসজিদে যেতে আযানের ইনতেযার। আমার ভেতর থেকে 'আহ' ধ্বনি বেরিয়ে এলো। বললাম, আয় রাব্ব! সব তোমার শান। কার চোখে যে কখন তোমার ভালোবাসার শিশির পড়ে! সে শিশিরে কে কখন যে হয়ে যায় তোমার মুহাব্বতের শাহযাদা! তোমার ভালোবাসার রাজকুমার!

এক বৃদ্ধলোক মানুষের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বিছানাপত্র বিক্রয় করতো। রমযান মাসে কাঠফাটা রোদের মাঝে তপ্ত লু হাওয়া উপেক্ষা করে কাজ করতো; রোযাও রাখতো। সেই বৃদ্ধ লোকটির ইমানের কী তেজ, আল্লাহর জন্য তার কী মুহাব্বত! অথচ তাগড়া বলিষ্ঠ যুবকগুলো রোযা রাখতো না; পিপাসা লাগার অজুহাতে। আমি বলতাম, পিপাসা নারে, পিপাসা না। আল্লাহর সামনে রোযার নৈবেদ্য পেশ করার মতো মুহাব্বত তো দিলে থাকতে হবে তোমার! যদি হৃদয়ে তোমার ভালোবাসার জোয়ার থাকতো মহান স্রষ্টার, তাহলে এই পিয়াস কষ্টের নয়, হতো ভাবের আবেগের, খুশির আনন্দের। সেই আনন্দে তুমি উদ্বেলিত হতে; পথচলার প্রেরণায় উজ্জীবিত হতে।

শতো কষ্টের, শতো পিয়াসের মাঝেও তুমি পিপাসার্ত থাকতে, যদি 'যার জন্য পিপাসার্ত' থাকা হয় তার কদর বুঝতে! তার একবিন্দু ভালোবাসাও অনুভব করতে!

আল্লাহর পথে চলতে যাদের ভালো লাগে না, তারা আল্লাহর পথের মূল্য বোঝে না। তারা তাদের অন্তরে আল্লাহর ভালোবাসা অনুধাবন করে না। তাদের জেনে রাখা উচিত যে, 'আল্লাহকে ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যায় না'। তাই আল্লাহর কাছে মিনতি করতে হয়, আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে বলতে হয় যে, ওহে মহীয়ান গরীয়ান আল্লাহ, তোমাকে চেনার তৌফিক দাও আমাদের। তোমার পথে চলা সহজ করে দাও আমাদের জন্য। তোমার পথের মূল্য হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার তৌফিক দাও আমাদের। তোমার পথের সৌন্দর্য উদ্ভাসিত করো আমাদের সামনে। তোমার আনুগত্য করার, তোমার প্রতি আত্মসমর্পিত হওয়ার ভালোবাসা অন্তরে ঢেলে দাও আমাদের। তোমার মুহাব্বতের দরিয়ায় অভিষিক্ত করো আমাদের। কাঠফাটা রোদের মাঝে পিপাসার্ত ব্যক্তির কাছে পানির মূল্য যেমন, আমার কাছে তোমার মূল্য হয় যেন আরো শত গুণ।

প্রিয় বন্ধু, আল্লাহর পথে এসে দেখো, কষ্টের হলেও এপথ কতো শান্তির! বড় অশান্তির মনে হলেও এপথ কতো যে প্রশান্তির! অনর্থকই কি তীব্র কনকনে শীতের রাতে মুসল্লি মসজিদের পথ ধরে! দুনিয়ার ঝলক ও ঝলকানির সামনে সাধেই কি আল্লাহপ্রেমিক চোখের ওপর হাত রাখে!

অন্তরকে অলসতা, অন্যায় চাহিদা ও মোহমায়ার আহবানে সাড়া না দেওয়ার ব্যথার আঘাতে ও বেদনার কাঁটায় ঝাঁঝরা না করলে আল্লাহকে কীভাবে পাবে বলো।

সমাপ্ত

দ্বিতীয় ভাগ

হে বোন
তুমি যদি আল্লাহর হতে!

গ্রন্থনা

আলেমা উম্মে হাবিবা রিফায়ী

সম্পাদনা ও সংযোজন

মাওলানা ইলিয়াস রিফায়ী

বোন,

কখনো কি ভেবেছো তুমি তোমার জীবনের গন্তব্য নিয়ে? তোমার জীবনের পরিণাম নিয়ে? কখনো কি ভেবেছো তুমি, কে আমি? কীআমি? কী এই জীবনের পরিণতি? কোথায়, কোন্ সুদূরে গন্তব্য এই জীবনযাত্রার?

হায় কী আফসোস!

এখনো ভাবোনি তুমি, তোমাকে নিয়ে, তোমার জীবনযাত্রার পরিণাম নিয়ে?

দেখো বোন, আল্লাহ তোমাকে মেধা দিয়েছেন। দিয়েছেন বিবেকবুদ্ধি।

সুতরাং তুমি ভাবো, ভাবো এবং ভাবো তোমাকে নিয়ে, তোমার জীবন-সফরের শেষ মানযিল নিয়ে। হাসি-ঠাট্টা আর আনন্দ-বিনোদনের সাগরে জীবনের ভেলা ভাসাবে আর কতো দিন?

সময় কি আসেনি এখনো একটু ভাবার?

প্রিয় বোন,

কখনো কি তুমি দেখোনি রাতের আকাশে তারার মেলা? কখনো কি তুমি উপভোগ করোনি পূর্ণিমা রাতে চাঁদের মিষ্টি জোছনা? ফুলের সৌরভে কখনো কি তুমি আমোদিত হওনি? আহ্লাদিত কি হওনি কখনো জোনাকির ঝিকিমিকি দেখে?

দেখো হে বোন, কুহুকুহু ডাক তুলে উড়ে যায় যে পাখি, ছলছল কলতান তুলে বয়ে যায় যে নদী, রাতের আকাশে ঝিলিমিলি করে যে তারা, রাতের আঁধারে ঝিকিমিকি করে যে জোনাকি, অনর্থকই কি এসবের সৃষ্টি? নিরর্থকই কি সৃষ্টি করেছেন এসব আল্লাহ! হায়, জীবন কি তাহলে হতো এত সুন্দর! আল্লাহর স্মরণ কি তাহলে হতো এত মধুর?

আসলে, পৃথিবীর সবকিছু আমাদের মাবুদ সৃষ্টি করেছেন আমাদের জীবন সুখী ও সচল রাখতে। তাঁকে চিনতে। তাঁর পথে চলার প্রেরণা পেতে। তাহলে যে তুমি গড়নে-গঠনে, আকার-আকৃতিতে, দেহ-অবয়বে ও বোধ-বুদ্ধিতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, সে তোমার সৃষ্টির পেছনে কি নেই আল্লাহর কোনো উদ্দেশ্য?

কী সে উদ্দেশ্য জানো? তুমি তোমরা, আমি আমরা সকলেই আল্লাহর হয়ে থাকি; এই লক্ষ্যেই সকলকে সৃষ্টি করেছেন মাবুদ আল্লাহ। যেখানেই থাকি যেভাবেই থাকি আমরা আল্লাহকে যেনো স্মরণ রাখি।

আল্লাহর নির্দেশনা যেনো মেনে চলি। মাবুদ আমাদের থেকে এটাই চান। আমাদের মেলামেশা ও ঘৃণা-ভালোবাসা, হাসি-কান্না ও আনন্দ-

বেদনা, হাঁটা-চলা ও ওঠা-বসা– সবকিছু যেনো হয় আল্লাহর জন্য। আমরা যেনো আল্লাহরই আদেশে উঠি।

আবার আল্লাহরই আদেশে বসি।

আমরা যেনো আল্লাহরই আদেশে হাত বাড়াই।

আবার আল্লাহরই আদেশে হাত গুটাই। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীতে আমরা যেনো নফস ও শয়তানের কোনো কথাই না মানি।

আল্লাহর পথনির্দেশনার বিপরীতে কোনো মতবাদ যেনো আমরা বিশ্বাস না করি। এজন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। এভাবে চললে আমরা আল্লাহকে পাবো। আল্লাহকে পেয়ে গেলে আর কী

দরকার বলো? আল্লাহকে যে পেলো, সে তো সবকিছুই পেলো। আর আল্লাহকে যে পায়নি, সে তো সর্বকূলহারা। পথের ভিখারি।

আল্লাহকে যে পেলো, সুখ-শান্তি ও আনন্দ-আহ্লাদের সবকিছুই সে পেলো। যে সুখের পর নেই কোনো দুঃখ-যাতনা। যে আনন্দের পর নেই কোনো বিষাদ-বেদনা। চির শান্তির বাগিচায় নীড় বাঁধতে চাও কি, অবগাহন করতে চাও কি অন্তহীন আনন্দের সরোবরে, তাহলে এসো। আল্লাহর পথে এসো। আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করো।

তুমি মনেপ্রাণে যদি বিশ্বাস করতে একটি শাশ্বত সত্য; আল্লাহই তোমার আপনজন।

তোমার হৃদয়ের গভীর থেকে যদি উৎসারিত হতো একটি অটল বিশ্বাস; আল্লাহই তোমার একমাত্র সহায়-অবলম্বন!

প্রিয় বোন, আল্লাহই যেহেতু আমাদের প্রকৃত আপনজন, দুঃখ-বিষাদের দিনে, বিপদ-মসিবতের সময়ে আল্লাহই যেহেতু একমাত্র সহায় ও অবলম্বন তাই হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসবো না আল্লাহকে? জীবন পরিচালিত করবো না তাঁরই আদেশ নিষেধে?

দেখো বোন, মানুষের যাবতীয় আচার আচরণ কেবল তার মনেরই ভাব ও ভাবনার প্রতিফলন। মনের আনন্দ হিল্লোলে কেমন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে শরীর! মনের বিষাদ-বেদনায় কেমন জর্জরিত হয়ে যায় শরীর!

আমাদের যেহেতু, আল্লাহকেই পেতে হবে, আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে তাই আমাদের মন আল্লাহকেই দিতে হবে। যে প্রিয় তোমাকে সবই

দিলেন, যে দয়ার আধার দয়া ও দানের ছায়ায় তোমাকে ঢেকে রাখলেন, সে দয়াময় বিধাতাকে তুমি কি পারো না দিতে শুধু একটি জিনিস; মন। তুমি কি পারো না একটু বলতে, ওহে বিধাতা, ওহে দয়ালু দাতা, তোমাকেই দিলাম আমি আমার মন। ওহে প্রভু, তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য সাজিয়েছি আমি আমার হৃদয় সিংহাসন।

প্রিয় বোন, এই মন আর কাকে দেওয়া যাবে? এই মন কি শয়তানকে দেওয়া যাবে? যাবে না। এই মন কি নফস ও প্রবৃত্তিকে দেওয়া যাবে? যাবে না। এই মন কি মানুষকে দেওয়া যাবে? যাবে না।

এই মন আল্লাহ ছাড়া কাউকে দেওয়া যাবে না। কাউকে না।

প্রিয় বোন, দুনিয়ার জীবন কদিনের বলো? কদিন থাকতে পারবে নশ্বর এই পৃথিবীতে? হর্ষ-উল্লাস, আনন্দ-আহ্লাদের সাগরে জীবনের ভেলা ভাসাবে আর কতদিন? মৃত্যু কি তোমার এই জীবনের অবসান ঘটাবে না? মৃত্যু কি তোমার সুখ-শান্তি নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে না? এরপর তোমার কী হবে? হায়, এরপর তোমার কী হাল হবে? মৃত্যুর পর আসবে চিরন্তন ও অবিনশ্বর জীবন। অবশ্যই আসবে এক অন্তহীন জীবন। সে জীবনের ব্যাপারে কিছু ভেবেছো কি? কীভাবে কাটাবে সে সময়ের দিন, মাস ও বছর? ভেবেছো কি কখনো?

পাপী হলে সাজা শাস্তির শেষ নেই। পুণ্যবান হলে শান্তি সুখেরও নেই শেষ। দাউ দাউকরা আগুনে জ্বলেপুড়ে হাহাকার করতে চাও নাকি শান্তি সুখের উদ্যানে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে চাও? শান্তি সুখেই থাকতে চাইবে। আনন্দ আহ্লাদেই কাটাতে চাইবে সেদিনের সময়। তাহলে এসো। আল্লাহকে আগে গ্রহণ করো। আল্লাহকে আগে বরণ করো। আল্লাহকে গ্রহণ করা ছাড়া ওপারের জীবনে শান্তি-সুখের আশা করা শুধু যে অলসের দিবাস্বপ্ন! সুতরাং ওহে বোন আমার, এসো। জান কোরবান করে দিই

আল্লাহর রাহে। প্রাণ উৎসর্গ করে দিই আল্লাহর পথে।

প্রিয় বোন, পর্দাই যদি না করো, বোরকা-নেকাবই যদি না পরো, তাহলে আল্লাহকে বরণ করবে কীভাবে? আল্লাহকে মন উজাড় করে ভালোবাসবে কীভাবে?
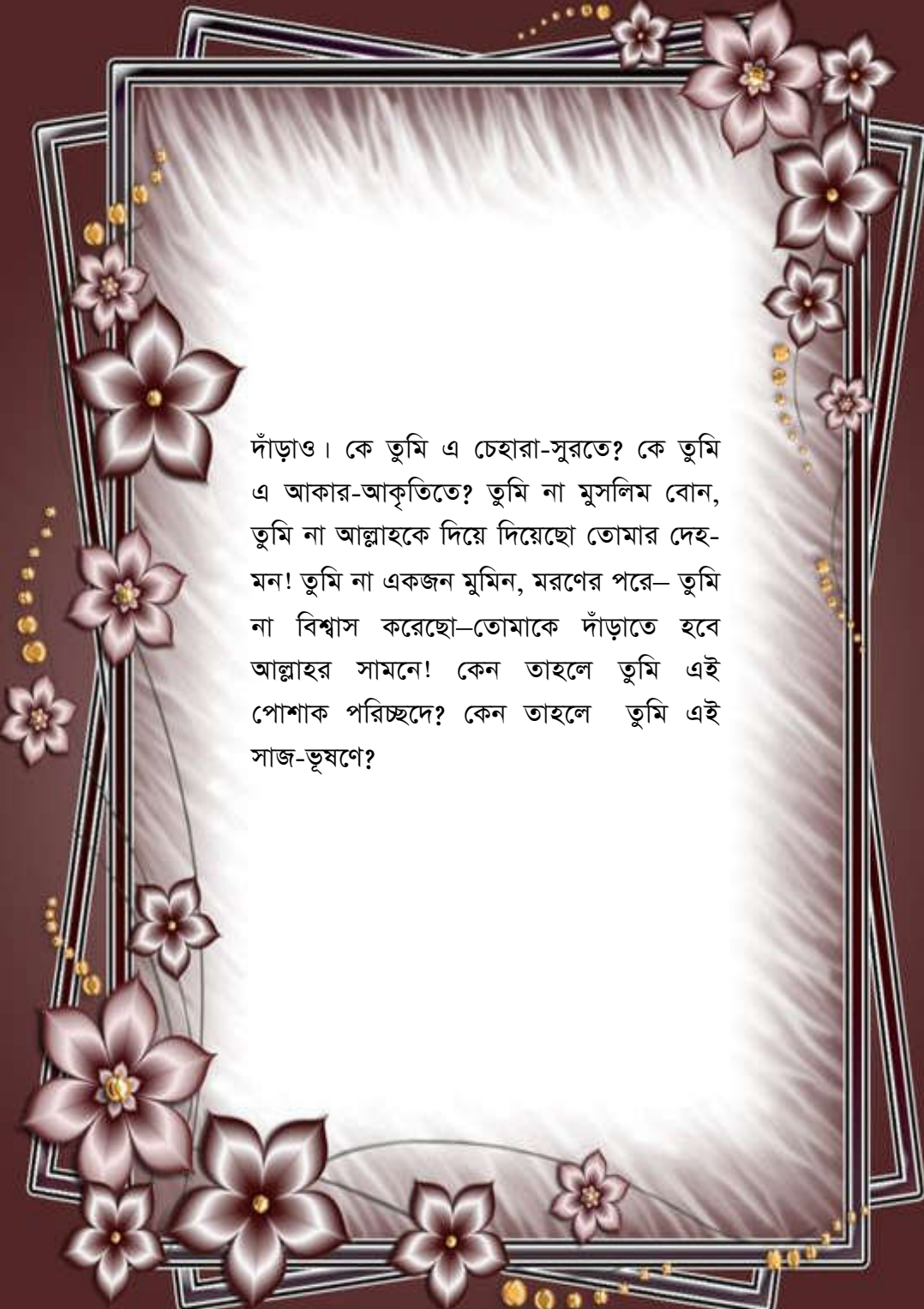
প্রিয় বোন, পর্দা না করার মানে তুমি আল্লাহর গোলাম নও, শয়তানের গোলাম। আল্লাহর দাসী নও, প্রবৃত্তির দাসী। হায়, আল্লাহর মাখলুক হয়ে তুমি শয়তানের গোলামি করছো!

মাখলুক হলে আল্লাহ মাবুদের আর গোলামী করছো শয়তান মরদুদের!
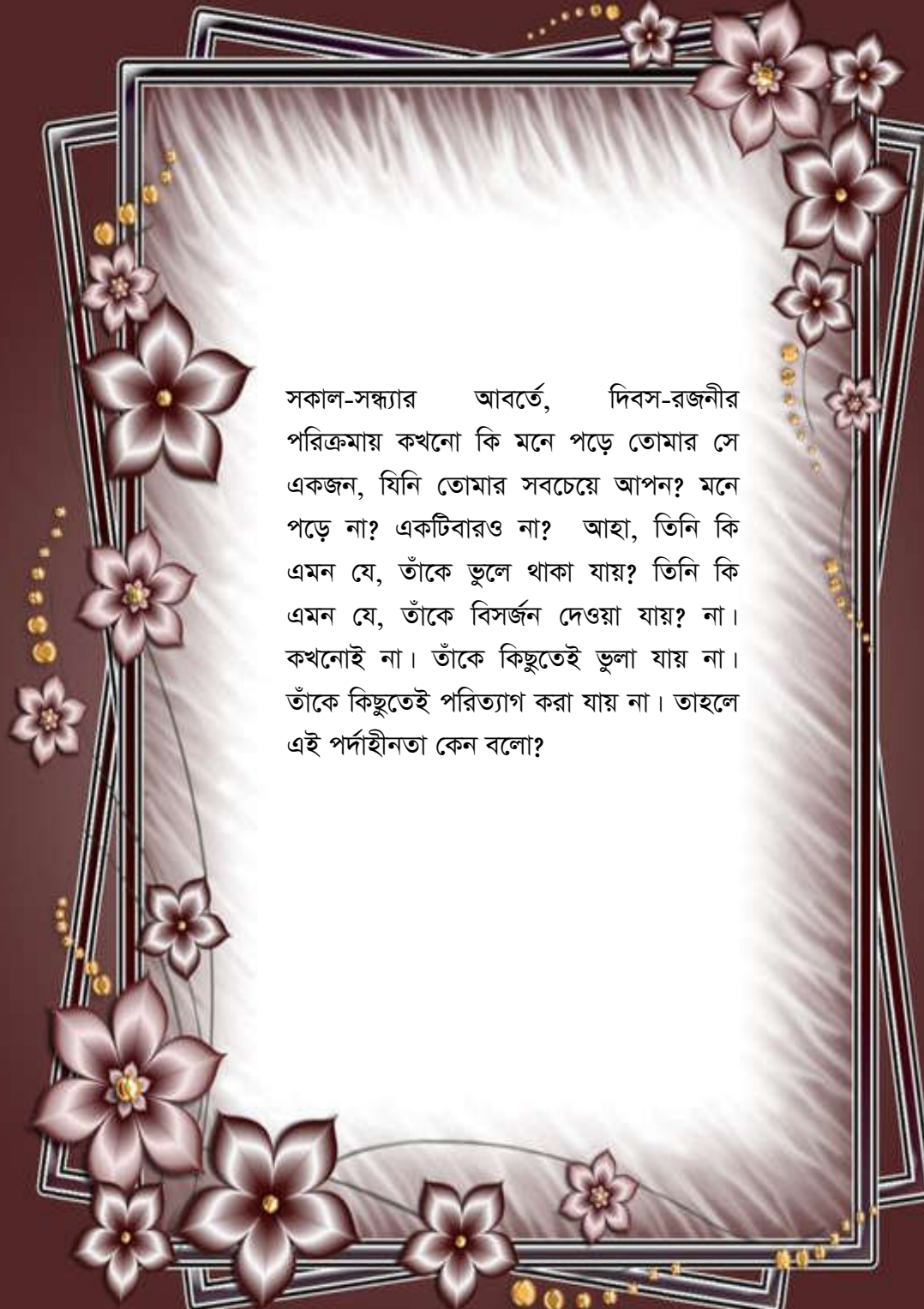
তুমি সৃষ্টি হলে আল্লাহর, আর দাসত্ব করছো নফস-হাওয়ার, প্রবৃত্তি ও মনোবাসনার!

কেন তুমি এমন হলে?

বোরকা-নেকাব ছেড়ে, জমকালো পোশাক পরে বাসা থেকে বের হচ্ছো যে তুমি ওহে, বাসার বাইরে পা রাখার আগে দয়া করে ভাববে কি, কে আমি? কী আমি? কোথায় শেষ মনযিল আমার এ জীবন যাত্রার?

দাঁড়াও। কে তুমি এ চেহারা-সুরতে? কে তুমি এ আকার-আকৃতিতে? তুমি না মুসলিম বোন, তুমি না আল্লাহকে দিয়ে দিয়েছো তোমার দেহ-মন! তুমি না একজন মুমিন, মরণের পরে– তুমি না বিশ্বাস করেছো–তোমাকে দাঁড়াতে হবে আল্লাহর সামনে! কেন তাহলে তুমি এই পোশাক পরিচ্ছদে? কেন তাহলে তুমি এই সাজ-ভূষণে?

সকাল-সন্ধ্যার আবর্তে, দিবস-রজনীর পরিক্রমায় কখনো কি মনে পড়ে তোমার সে একজন, যিনি তোমার সবচেয়ে আপন? মনে পড়ে না? একটিবারও না? আহা, তিনি কি এমন যে, তাঁকে ভুলে থাকা যায়? তিনি কি এমন যে, তাঁকে বিসর্জন দেওয়া যায়? না। কখনোই না। তাঁকে কিছুতেই ভুলা যায় না। তাঁকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না। তাহলে এই পর্দাহীনতা কেন বলো?

তুমি মডার্ন। তুমি আধুনিকা। তুমি নও সেকেলে। নও তুমি পশ্চাৎপদ। তাই না বোন? তাই বলে তুমি পর্দা করবে না! তুমি বোরকা-নেকাব পরবে না!

বোন আমার, তুমি না মুসলিম, তুমি না মুমিন! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর না তুমি এনেছো ঈমান! আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি না তোমার রয়েছে অগাধ বিশ্বাস! তাহলে প্রিয় বোন, এসব কী বলো! এসব কি তোমার মুখে মানায়? এসব কি তোমার মুখে শোভা পায়?

আল্লাহর বিধানকে তুমি সেকেলে বলছো? আল্লাহর বিধানকে সেকেলে বলে তুমি অবজ্ঞা করছো? এতটুকু তোমার ভয়-ভীতি নেই? এতোই আস্পর্ধা আস্ফালন তোমার? এখনো গায়ে তোমার শক্তি আছে! এখনো তোমার সৌন্দর্য সুষমা আছে! আছে অর্থ-সামর্থ্যও! তোমার পদভারে ভূমি যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়! তোমার অট্টহাসিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে যেনো চারপাশ! কিন্তু কতদিন, মৃত্যু কি তোমার যবনিকা টেনে ধরবে না? মৃত্যু কি ধুলোয় মিশিয়ে দেবে না তোমার সব? রূপের বাহার ছড়াতো তোমার যে মুখ, যে মুখের সৌন্দর্যের বড়াইয়ে সেকেলে হতে অসম্মানবোধ করতে তুমি, কোথায় সে মুখ, কোথায় সে মুখের জ্যোতি? কীটপতঙ্গ আজ কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তোমাকে! সাপ বিচ্ছুর দংশনে কী মর্মভেদী আর্তনাদ! কেমন কুৎসিত কদাকার আজ তুমি!

কী বিশ্রী কিম্ভূতকিমাকার তুমি আজ!

গায়রে মাহরাম ছেলের সাথে তুমি ঘুরে বেড়াও। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। হাতে হাত রেখে। ঘুরে বেড়াও পার্কে উদ্যানে। সমুদ্রসৈকতে। পথের ধারে।

কী হৃদয়বিদারক এ দৃশ্য! কী লোমহর্ষক এ চিত্র! আল্লাহর সৃষ্টি হয়ে, আল্লাহর রাজ্যে থেকে, আল্লাহর দয়া ও দানে জীবনধারণ করে, আল্লাহর চোখের সামনেই তোমার এ পাপাচার! আল্লাহ থেকে তুমি এমন নির্ভয়! আল্লাহর আযাব গযব থেকে তুমি এমন নিশ্চিন্ত!

আসলে, তুমি আল্লাহকে চেনোনি।

তুমি ভাবতেও পারবে না অপরাধীর ক্ষেত্রে তিনি কেমন কঠিন থেকে কঠিনতর হতে পারেন। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না পাপাচারীর ক্ষেত্রে তিনি কেমন কঠোর থেকে কঠোরতর হতে পারেন। অপরাধী হাজার বছর ধরে আর্তনাদ করতে থাকবে।

তার সে আর্তনাদে ফেটে যেতে পারে আকাশ।

বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে ভূমি। পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে বাতাসের গতি। উথাল পাথাল হয়ে যেতে পারে সাগর মহাসাগরের জলরাশি। কিন্তু আল্লাহ থাকবেন স্বমহিমায় সমাসীন। এতটুকু পরিবর্তন তুমি দেখবে না তাঁর পবিত্র সত্তায়।

তুমি কি দেখো না ভূমিকম্পে, ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে জনপদের পর জনপদ কিভাবে মিশিয়ে দেন মাটির সাথে! হাজার হাজার মানুষের জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেন মুহূর্তের মধ্যে! তাদের শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে আকাশ বাতাস। নীরবে কেঁদে কেঁদে অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে চারপাশ। কিন্তু আল্লাহ কোনো ভ্রূক্ষেপই করেন না ওদের প্রতি।

তেমনিভাবে, তুমিও যদি করে থাকো পাপ, পাপসাগরকেই মনে করো সুখের সাগর, পাপসাগরেই ভাসাতে থাকো জীবনের ভেলা তাহলে আল্লাহ না করুন তোমার কপালে আছে চরম দুর্ভোগ। ‘আর অবিশ্বাসীদের পরানো হবে আগুনের কাপড়, তাদের মাথায় ঢালা হবে উত্তপ্ত পানি, ফলে তাদের শরীরের চামড়া গলে গলে পড়তে থাকবে, উপরন্তু তাদের প্রহার করা হবে লোহার হাতুড়ি দিয়ে।’

কেমন বিভীষিকাময় শাস্তি! অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে না তোমার? ভয়ে দুকদুক করে ওঠে না তোমার বুক?

দেখো, দুনিয়াতে হয়তোবা আল্লাহ ঢিল দিতে থাকবেন। যাবে? যাও। দেখি, কতো দূর যেতে পারো। জীবনলীলা সাঙ্গ করে অবশেষে ফিরে আসতে হবে আমারই কাছে। আল্লাহর সামনে তখন তোমার কী জবাব থাকবে? অনুশোচনা অনুতাপ, আক্ষেপ হায়হুতাশ কিছুই যে তোমার কাজে আসবে না সেদিন! আর ঐ যুবক যার পাতানো জালে আটকা পড়ে তোমার এই মর্মন্তুদ অবস্থা, সে হাজারো কসম খেয়ে বলবে, না। আমি কাউকে চিনি না। দুনিয়াতে কেউ ছিলো না আমার! এখনো তুমি বুঝলে না! এখনো তোমার বোধোদয় হলো না!

বোন, পর্দা করতে মন চায় না! আল্লাহর পথে চলতে চায় না মন! বেপর্দায় চলতে মন চায়! হাস্যরসে জীবন কাটাতে চায় মন! বোন, মন কতো কিছু চাইবে আর কতো কিছু চাইবে না মন! কিন্তু বোন, মনের কামনা-বাসনার জন্যই কি তোমার এ জীবন? মনের আশা প্রত্যাশার জন্যই কি তোমার এ জীবন?

মন যেদিকেই চাইবে, সেদিকেই ভাসাবে জীবনতরী? মন যেভাবেই চাইবে, সেভাবেই ভাসাবে জীবনের ভেলা? মনের চাওয়া পাওয়ার জন্য আল্লাহকে ছেড়ে দেওয়া! আল্লাহকে ভুলে যাওয়া! সামান্য মনস্কামনার জন্য আল্লাহকে বিসর্জন দেওয়া! আল্লাহকে পরিত্যাগ করা! তুমি মনের গোলাম হয়ো না। দেখো, তাহলে কিন্তু দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকবে না। মনকে বরং পরিণত করো তোমার গোলামে। তাহলেই সফলতা পদচুম্বন করবে তোমার। মনকে নিয়ন্ত্রণ করো শুরু থেকেই। জানি বড়ই কঠিন এ মনের নিয়ন্ত্রণ। ধৈর্যের বাঁধ যেনো ভেঙে যায়! নিয়ন্ত্রণ শক্তি যেনো হারিয়ে যায়! কিন্তু হায়, আমাকে যে এ জীবনযুদ্ধে জয়ী হতেই হবে! আমাকে যে বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে আনতেই হবে! এ ছাড়া যে নেই কোনো উপায়!

মহৎ হয়েও তুমি অমন নীচ কাজ করলে! বুদ্ধিমতী হয়েও তুমি এমন মূর্খতার পরিচয় দিলে! তুচ্ছ জিনিসের মোহে পড়ে তুমি আল্লাহকে ভুলে গেলে! মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তুমি আল্লাহর দৃষ্টি অগ্রাহ্য করলে! তুমি সবার কথা মানলে কিন্তু মানলে না আল্লাহর কথা! সবকিছু পেতে চাইলে কিন্তু আগ্রহী হলে না জান্নাত পেতে! সবকিছু থেকে বাঁচতে চাইলে কিন্তু বাঁচতে চাইলে না জাহান্নাম থেকে! কেন তোমার এই বেহাল দশা? কেন তোমার এই মর্মন্তুদ অবস্থা?

বোন, আর কতো কাল এভাবে কাটাবে জীবন! সময় কি হয়নি এখনো জেগে ওঠার?

একি এভাবেই পড়ে গেলে দুনিয়ার মোহে! এভাবেই গা ভাসিয়ে দিলে দুনিয়ার আনন্দ আহ্লাদে! হায়, তোমাকে কি মরতে হবে না! মরণের পরে দাঁড়াতে হবে না তোমাকে জগতের অধিপতি আল্লাহর সামনে!

আচ্ছা, বলো তো তুমি যদি হতে কুৎসিত কদাকার, তুমি যদি হতে কিম্ভূতকিমাকার তাহলে কেউ কি তোমাকে ডাকতো হাতছানি দিয়ে? তাহলে কেউ কি তোমাকে ভালোবাসতো হৃদয়ের সুরভি মেখে? তাহলে কেউ কি প্রতীক্ষার প্রহর গুনতো শুধু তোমাকে একটু দেখতে, শুধু তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে? বলো। বলো তোমার রবের নামে শপথ করে। চুপ করে কেনো? শোনো, ওরা তখন তোমার প্রতি ফিরেও তাকাতো না। ওরা তখন কোনো পাত্তাই দিতো না তোমাকে। হাজারবার ডাকলেও ওরা কান দিতো না তোমার কথায়।

প্রিয় বোন, তাহলে তোমার গঠন ও গড়নের সুমহান কারিগরকে ভুলে, তোমার সৌন্দর্য-সুষমার সুনিপুণ শিল্পীকে ফেলে, কেন তুমি নিজেকে পরিবেশন করছো ওসব স্বার্থপর প্রবৃত্তিপূজারীর কাছে? তুমি কি পারো না তোমাকে নিবেদিত করতে সে বিধাতার ইবাদত-বন্দনায়? তুমি কি পারো না তোমাকে নিয়োজিত রাখতে সে দয়ালু দাতার উপাসনা আরাধনায়? তুমি কি পারো না তোমার সৌন্দর্য-সুষমা উৎসর্গ করতে আল্লাহকে-আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়?

কী আক্ষেপ অনুশোচনার কথা! কী ব্যথা-বেদনা ও মর্মজ্বালার কথা! তুমি পর্দা করো। পর্দাবিধান তুমি পালন করো। কিন্তু কাদের থেকে পর্দা করতে হবে, তা তোমার সঠিকভাবে জানা নেই । আর কাদের থেকে পর্দা করতে হবে না, তাও হয়তো তুমি সঠিকভাবে বলতে পারবে না । তোমার অনিচ্ছা ও অজান্তেই লেখা হচ্ছে তোমার বিরুদ্ধে পাপ!' হাঁ! লেখা হবেই তো, তুমি জানলে না কেন? তুমি শিখলে না কেন? আছে কি কোনো ওজর? আছে কি কোনো উত্তর?

অবারিত সুযোগ অবহেলায় না কাটিয়ে এসো হে বোন, জেনে নিই আল্লাহর হুকুম; কাদের থেকে পর্দা করতে হবে আর কাদের থেকে নেই দরকার পর্দা করার। আল্লাহ বলছেন, 'বলুন মুমিন নারিদের, তারা যেনো নিচের দিকে রাখে তাদের চোখ এবং হিফাযত করে তাদের লজ্জাস্থান। তারা যেনো প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য। তবে প্রকাশ পেয়ে যায় যে সৌন্দর্য (তাদের অনিচ্ছায়, সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই), তারা যেনো ঝুলিয়ে দেয় তাদের ওড়না তাদের বুকের উপর। আর কারো

কাছে যেনো প্রকাশ না করে সৌন্দর্য (নিম্ন বর্ণিত লোকদের ছাড়া)।

তাদের স্বামী,

তাদের বাবা,

তাদের শ্বশুর,

তাদের পুত্র,

তাদের স্বামীর পুত্র,

তাদের ভাই,

তাদের ভাতিজা,

তাদের ভাগিনা,

তাদের নারীগণ,

যারা তাদের মালিকানাধীন,

যৌনকামানা-হীন অনুগামী পুরুষ,

নারিদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক।'

এ ছাড়া মায়ের সঙ্গে যাদের রক্তের সম্পর্ক আছে, যেমন, মামা এবং বাবার সঙ্গে যাদের রক্তের সম্পর্ক আছে, যেমন, চাচা– এদের সবাইকেই দেখা দেওয়া যাবে। দেখা দেওয়া যাবে দুধসম্পর্কের মাহরামদের। এদের ছাড়া শরয়ী ওজর ব্যতীত কারো সঙ্গে দেখা দেওয়া যাবে না।

প্রিয় বোন, এ পর্দাবিধান মেনে চলতে কতো কষ্ট হবে তোমার! বরণ করে নিতে হবে কতো অসহ্য যন্ত্রণা! জলাঞ্জলি দিতে হবে আশা-আকাঙ্ক্ষা কতো! কিন্তু হায়, ক্ষণিকের এই কষ্ট যে সহ্য করতেই হবে তোমাকে! সাময়িক এই যাতনা যে বরণ করতেই হবে তোমাকে! তুমি যদি একটু বুঝতে, তুমি যদি একটু উপলব্ধি করতে, মৃত্যুর পরের দুঃখ-বিষাদের তুলনায় আজকের দুঃখ-বিষাদ যে কিছুই নয়! অসহনীয় সে কষ্ট থেকে বাঁচতে, মেনে নিতে কি পারবে না এই জীবনের কষ্টটুকু!

তোমার পরিবার হয় যদি মডার্ন-আধুনিক, সে সাথে তুমি হও যদি ছাত্রী স্কুল-কলেজের তাহলে তুমি আহা কেমন নিঃসঙ্গ একা! চলার পথে পা পিছলে গেলে ওঠাবার কেউ নেই। ঝড়-বাদলের সময়ে আশ্রয়ও হয়তো পাবে না কারো। বরং তুমি সোজাপথে চলতে চাইলে চলতে দেবে না বন্ধুবেশে ওত পেতে থাকা কতো রাক্ষস! মনযিলের দিকে চলতে দেখলে ছদ্মবেশে ফণা তুলে ধেয়ে আসবে বিষধর কতো সাপ! কিন্তু প্রিয় বোন আমার, সকল প্রতিকূলতা তোমাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে, কারণ তোমার ইপ্সিত লক্ষ্য যে আল্লাহ! সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতা জয় করতেই হবে তোমাকে, কারণ তোমার প্রেমাষ্পদ যে আল্লাহ!

হে বোন, যে তুমি স্কুলে, কলেজে কিংবা ভার্সিটিতে পড়ো, আহা, তোমার পরিবেশ যেনো আগুন। ভস্মছাই করে ফেলবে যেনো সে আগুন তোমার ঈমান আমল। ছারখার করে ফেলবে যেনো সে আগুন তোমার আল্লাহভীতি ও বিশ্বাসের সম্পদ!

পথে পথে তোমার কতো রাহজান, দস্যু-ডাকাত! পদে পদে তোমার কী ভয়ানক বিপদ, বালা-মসিবত!

বোন ওহে, দুর্যোগ-দুঃসময়ের এই মুহূর্তে আল্লাহকে তোমার বড় দরকার। তাই মিনতি করে আল্লাহকে বলো। বলো। এবং বলো।
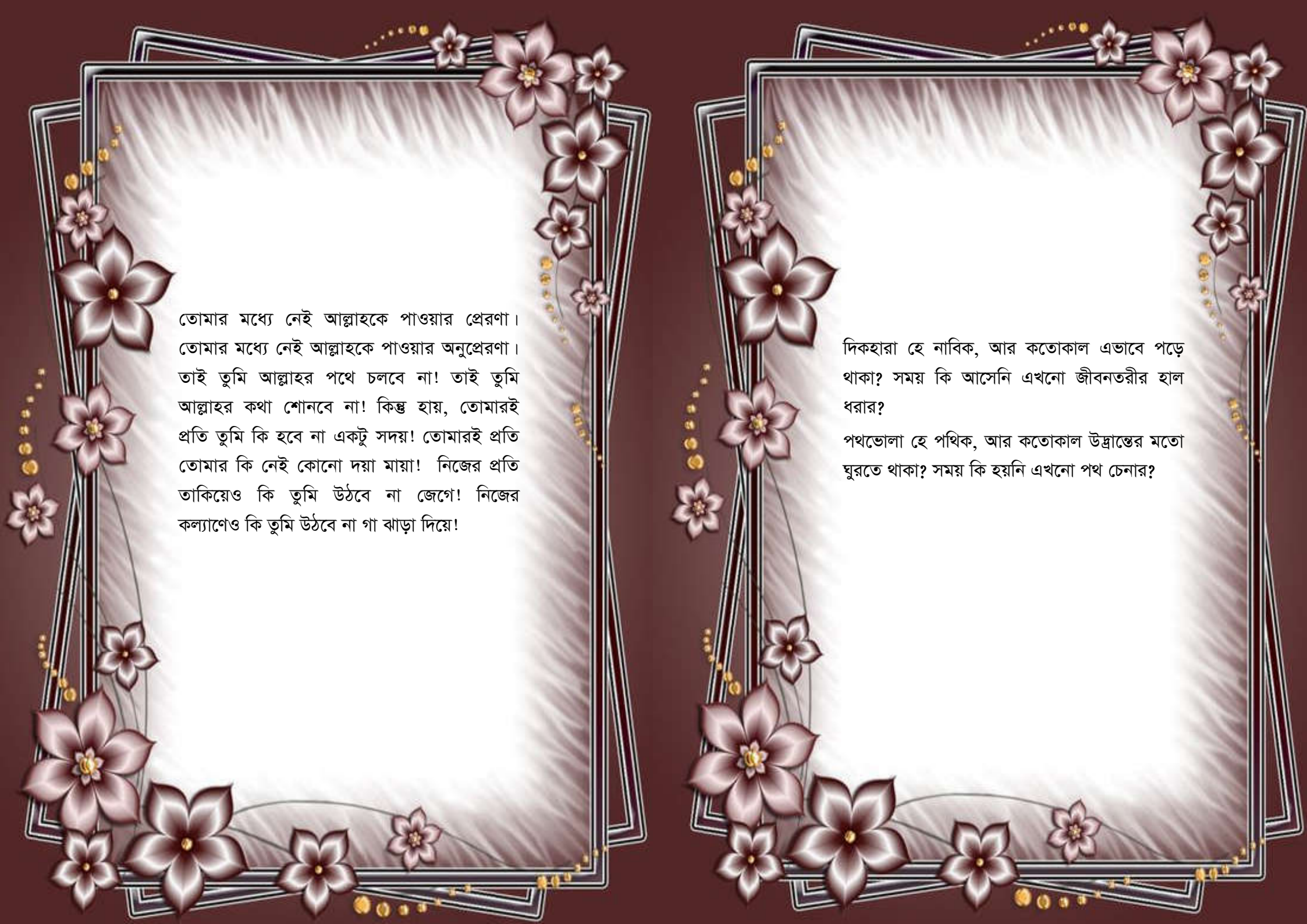
হে আল্লাহ, তোমার রহম-কৃপা ছাড়া আমরা তোমাকে কীভাবে কাছে পাবো? তোমার করুণাদৃষ্টি না পড়লে, তোমার করুণাশিশির বর্ষিত না হলে এ সাতসাগর আমরা কীভাবে পাড়ি দেবো? ওহে করুণাময়, তোমার রহম ও রহমতের কতো যে মুহতাজ আমরা! তোমার অনুগ্রহ অনুকম্পার কতো যে কাঙ্গাল আমরা! মাওলা, একটু... মাওলা, একটু তোমার করুণার হাতছানি যদি হতো! মাওলা, ভাগ্যাকাশে যদি উদিত হতো সৌভাগ্যের সিতারা! এ ধূসর হাহাকার-করা মরুভূমিতে বর্ষিত হতো যদি

তোমার করুণাবৃষ্টি! আল্লাহ, সাথে থেকো। আল্লাহ, কাছে ডেকো।

আরেকটি কাজ কি দয়া করে একটু করবে? করবে বোন? বলো, করবে? মনের বিরোধিতা করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে?

প্রিয় বোন, আল্লাহর জন্য যদি মনের কামনাবাসনা জলাঞ্জলি দিতে! আল্লাহর জন্য যদি মনের চাওয়া-পাওয়া কোরবান করে দিতে! মনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও না একবার। দেখো মন তোমার কথা শোনে কীভাবে বারবার।

কিসের কারণে পিছলে যেতে পারে তোমার পা, কিসের পিছনে পড়ে তুমি ভুলে যেতে পারো তোমার মনযিলে মকসুদ; তা তুমি জানো। এবং ভালোভাবেই জানো। তোমার কাছে সবিনয় অনুরোধ, তুমি সেসবের কাছেধারে যেয়ো না। তুমি সেসবের ধরাছোঁয়ার নাগালে থেকো না। কারণ তাহলে যে তুমি বন্দী হয়ে যাবে! বন্দী হয়ে যাবে প্রবৃত্তির কারাগারে!

তোমার মধ্যে নেই আল্লাহকে পাওয়ার প্রেরণা। তোমার মধ্যে নেই আল্লাহকে পাওয়ার অনুপ্রেরণা। তাই তুমি আল্লাহর পথে চলবে না! তাই তুমি আল্লাহর কথা শোনবে না! কিন্তু হায়, তোমারই প্রতি তুমি কি হবে না একটু সদয়! তোমারই প্রতি তোমার কি নেই কোনো দয়া মায়া! নিজের প্রতি তাকিয়েও কি তুমি উঠবে না জেগে! নিজের কল্যাণেও কি তুমি উঠবে না গা ঝাড়া দিয়ে!

দিকহারা হে নাবিক, আর কতোকাল এভাবে পড়ে থাকা? সময় কি আসেনি এখনো জীবনতরীর হাল ধরার?

পথভোলা হে পথিক, আর কতোকাল উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকা? সময় কি হয়নি এখনো পথ চেনার?

তোমার পরিবেশ তোমার জন্য কতো বিপদসংকুল! তোমার পরিবেশ তোমার ঈমান-আমলের জন্য কতো ঝুঁকিবহুল! চারপাশে তোমার কী ভয়ানক ঢেউ দানব! চারপাশে তোমার কেমন ধেয়ে আসা ঝড় বাদল! কখনো সাহস হারিয়ো না! রণভঙ্গ দিয়ো না কখনোই!

দাঁড়াও। কেন ছুটছো ওদিকে? কেন ছুটছো ওসবের পেছনে? প্রিয় বোন, ওসব তো চোখের ধাঁধা। মরুভূমির মরীচিকা। ওখানে তুমি পাবে ক্ষণিকের আনন্দ । ভোগ করতে পারবে ক্ষণিকের স্বাধীনতা। আস্বাদন করতে পারবে ক্ষণিকের মজা ও স্বাদ। কিন্তু তাতে তুমি পাবে না মনের শান্তি ও আত্মার প্রশান্তি। তাতে তুমি পাবে না জীবনের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা। তাতে তুমি পাবে না জীবন-যৌবনের মান ও সম্মান। তিনিই কি –যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন– সর্বাধিক অবগত নন তোমার সুখ দুঃখের বিষয়ে? তিনিই কি –যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন– সর্বাধিক জ্ঞাত নন তোমার অধঃগতি ও অগ্রগতির বিষয়ে? তিনিই কি সবচেয়ে ভালো জানেন না কিসে তোমার আনন্দ আহ্লাদ আর কিসে তোমার হাহাকার, বুকফাটা আর্তনাদ? তাহলে হে প্রিয় বোন, তাঁর পথনির্দেশনা আঁকড়ে ধরার মধ্যেই কি তোমার কামিয়াবি নয়? তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করার মধ্যেই কি নয় তোমার সফলতা? তার নির্দেশিত পথে চলার মধ্যেই কি নয় তোমার উন্নতি ও অগ্রগতি?

কবে যে তোমার বোধোদয় হবে! কবে যে তুমি সম্বিত ফিরে পাবে!

কতো মহৎ তুমি! কতো ভাগ্যবতী তুমি! কারণ তুমি চাও আল্লাহকে পেতে। আল্লাহর পথে চলতে। কিন্তু তোমার এই চাওয়া বাস্তবতার মুখ দেখতে পায় না পরিবেশ পরিস্থিতি বিরূপ হওয়ায়। তোমার এই প্রত্যাশা তুমি পূর্ণ করতে পার না দেশ ও সমাজের ইসলামবিমুখতায়। কিন্তু তুমি কি হে বোন, জান না সেখানে নেই সফলতার হাতছানি, যেখানে নেই সংগ্রাম-সাধনা?

এ পৃথিবী বড় কঠোর! এ পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর! তুমি সবুজের গালিচায় বসে, মৃদুমন্দ বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে, সফলতার মুখ দেখবে না। কখনোই দেখবে না। সফলতা; সফলতা চেনেই শুধু সংগ্রাম-সাধনা। দেখো বোন, তুমি কি বিশ্ববিধাতার প্রিয়ভাজন হতে চাও, হতে চাও কি তুমি তাঁর আপনজন? হৃদয়ের কান দিয়ে তাহলে শুনে রাখো, যতদিন তুমি সংগ্রামের ময়দানে দুর্জয় সিপাহসালার না হবে ততদিন তুমি স্বপ্নেও এর স্বপ্ন দেখতে পারবে না। হে বোন, কল্পনার ডানায় ভর করে যারা ঘুরে বেড়ায় এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়কে চোখের সামনে দেখতে চায় সাধনার মাধ্যমে নয়– যাদুর চেরাগের মাধ্যমে– মনে রেখো, ওরা স্বপ্নের সোনার হরিণের দেখা কখনোই পায় না। কারণ প্রকৃতির শাশ্বত আহ্বানে সাড়া দেয়নি ওরা।

আচ্ছা বোন, বোরকা-নেকাব ছেড়ে, জমকালো দৃষ্টিনন্দন পোশাক পরে রাস্তায় বের হওয়ার মধ্যে তোমার কী লাভ? ইসলামী পোশাক পরিত্যাগ করে অনৈসলামিক পোশাক পরে হাঁটাচলা করার মধ্যে তোমার কী প্রাপ্তি? হ্যাঁ, তুমি অনেক কিছু পেয়ে থাকো।

তুমি কিছু মনপূজারী 'মহামানবে'র বিস্ফারিত নেত্রের 'পবিত্র' দৃষ্টিতে স্নাত হতে পারো! তুমি পথিক ও পর্যটকদের দেখাতে পারো তোমার রূপ-সৌন্দর্যের ঝলক! তৃপ্তি মেটাতে পারো প্রবৃত্তির! স্বাদ মেটাতে পারো মনের! আরো কত কী! কিন্তু কী হারিয়েছো তা কি তুমি জানো? তুমি আল্লাহকে হারিয়েছো। তুমি আল্লাহর রেযা ও সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছো। তুমি আল্লাহর ক্রোধ ও গযবে নিপতিত হয়েছো। তুমি আল্লাহর সাজা ও শাস্তির উপযোগী হয়েছো। ধিক। শত ধিক তোমাকে। কী করবে তুমি এই জীবন দিয়ে? কী মূল্য আছে তোমার এই জীবনের?

হে আত্মভোলা, এ আনন্দ-ফূর্তির শেষ কি নেই? সময় যখন শেষ হয়ে যাবে এ আনন্দ ফূর্তির, চলে আসবে যখন পরোয়ানা মওতের তখন তোমার কী হাল হবে? তখন তোমার কী হাশর হবে!

কার জন্য তোমার এ সাজসজ্জা? কার মন জয় করতে তোমার এ রূপচর্চা? কার জন্য সৌন্দর্য প্রকাশ করতে তোমার এতো ভালো লাগা? কার জন্য সৌন্দর্যের উদ্ভাস ঘটাতে তোমার মনে আনন্দের এতো দোলা লাগা? ওদের জন্যই তো! কিন্তু কারা ওরা?

ওরাই তারা, সময় সুযোগে যারা তোমার মান সম্ভ্রম এমনকি জান প্রাণ কেড়ে নিতেও এতটুকু কার্পণ্য করে না।

তার জন্য তোমার রূপের ঝলক ছড়ানো, সৌন্দর্য সুষমার আলোকচ্ছটার বিকিরণ ঘটানোর মানেই তো হলো তোমার পায়ে আঘাত করার জন্য তার হাতে তুমি কুড়াল তুলে দিলে!

আরে পাগলি, ডাকাতের সামনে স্বর্ণের মালিক স্বর্ণের ঝলক ছড়ায় কখনো?

কিন্তু তুমি তো এ 'উদার মনে'র কাজটাই করলে! হাঁ, তুমি এ উদার মনের পরিচয় দিতে থাকবে। দিতেই থাকবে। সম্বিত ফিরে পাবে তখন, যখন মাটির নিচে চলে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে হবে তোমার কাছে— মাটির উপরে বিচরণ করার চেয়ে। কামনা করি তুমি যেনো এর আগেই হুঁশ-জ্ঞান ফিরে পাও।

প্রিয় বোন, আজ জীবন সমুদ্রে তোমার কেমন উচ্ছল জোয়ার! এ জোয়ারে দখিনা হাওয়ায় কেমন দোল খেয়ে খেয়ে স্বপ্নের বন্দরে চলছে তোমার নাও। কিন্তু, যৌবনের এ জোয়ার কি মনে করিয়ে দেয় না তোমাকে তোমার যৌবনের নির্মম অবসান- যৌবন হারিয়ে তোমার জীবনেও আসবে ভাটার টান? তাহলে তোমার এ উদাসীনতা কেনো? কেনো তুমি এমন ভাবলেশহীন? তোমাকে দেখলে মনে হয় তোমার এ জোয়ারে আসবে না কখনো ভাটার টান! হারিয়ে যাবে না কখনো তোমার যৌবনের দীপ্তি উদ্ভাস!

ভোরের রাঙা সূর্য কি উপহার দেয় না তোমাকে কোন বার্তা? ঝলসানো রোদ হারিয়ে দিনের শেষে কিভাবে তা হারিয়ে যায়? ফুটন্ত হাসনাহেনার ছড়ানো গন্ধ-সুবাসে কি নেই তোমার জন্য কোন বার্তা? কিভাবে তা একসময় সুবাস হারিয়ে ঝড়ে যায়? পূর্ণিমা রাতের স্নিগ্ধ আলো বহন করে না কি তোমার জন্য কোন শিক্ষা? কীভাবে তা বিলীন হয়ে যায়- ছেয়ে যায় ধরণী কেমনন ঘুটঘুটে আঁধারে?

তাই ওহে বোন, যৌবনের ধোকায় পড়ো না। জীবনের রাঙা প্রভাত দেখে তার অন্তীম অবসানকে

ভুলে যেয়ো না। পরিণতির কথাও একটু মাথায় রেখো। অদেখা হে বোন, রাখবে কি একটি অনুরোধ! কল্পনার চোখে তুমি কতো কিছুই না দেখো–কল্পনার চোখে দেখতে কি পারো না তুমি– তোমার ওপারের জীবন? যৌবন তোমার হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে তুমি একসময় এপৃথিবীর বুক থেকে। তখন তোমার কী হাল হবে? কী দশা হবে তখন তোমার?

খেয়াল রেখো বোন, তছনছ যেনো করে না দেয় যৌবনের এ জোয়ার তোমার ওপারের স্বপ্নের বাগান! চুরমার যেনো করে না দেয় যৌবনের এ বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা তোমার ওপারের স্বপ্নের নীড়! আহা, একটু কষ্ট করোই না। কষ্ট ছাড়া কে কখন পৌঁছেছে স্বপ্নের ঠিকানায়?

রাতের আঁধারে চোখে পড়ে যখন দু' একটি তারা মনে তখন আনন্দের কেমন দোলা লাগে! বেহায়া ও বেপর্দার শতো শতো চিত্রের মাঝে চোখে পড়ে যখন তোমার চিত্র-বোরকা পড়ে আছো তুমি- মন তখন কেমন আনন্দে নেচে ওঠে! কিন্তু একি বোন, এবোরকা কেনো? লাল নীল সবুজের নজরকাড়া এ বোরকা কেনো? ডিজাইনকরা নকশাআঁকা দৃষ্টিনন্দন এ বোরকা কেনো? আচ্ছা বোন বলো তো কেনো তুমি বোরকা পরো? কী বললে, পরপুরুষের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য! হাঁ, তুমি সত্যিই উপলব্ধি করতে পেরেছো- কেনো পরতে হয় বোরকা। এখন তোমার কাছে প্রশ্ন, এরকম রঙিন বোরকা দৃষ্টি এড়ায় না দৃষ্টি কাড়ে? যদি দৃষ্টিই কাড়ে তাহলে এধরনের বোরকা পরছো কেনো? আর যদি সৌন্দর্য প্রদর্শন করাই তোমার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে বোরকা পরতে গেলে কেনো?

প্রিয় বোন, যে আল্লাহর জন্য তুমি দেহ অবয়বের সৌন্দর্য ঢেকেছো- বোরকা দিয়ে, সে আল্লাহরই জন্য কি তুমি পারো না বোরকার সৌন্দর্য ঢাকতে- কালো

রঙের বোরকা পরে? সোনালী যুগের ইতিহাস পড়ে দেখো সে যুগের নারীরা কীভাবে পর্দা করতেন। তুমিও কি হতে পারো না তাদের মতো? এসো বোন, শামিল হই তাদের কাফেলায়।

তোমাদের যখন বলি হে বোন, পর্দা-হিজাবের কথা। তোমাদের যখন শোনাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বাণী। কেউ কেউ তখন বলে ওঠে, কই ওরা তো হিজাব পালন করে না। কই ওরা সবাই তো হিজাব ছাড়া বাহিরে বের হয়, তাই আমি পর্দা করলে, বোরকা পরলে লোকেরা কী বলবে?

পৃথিবীতে সৌভাগ্য জোটে কজনের ভাগ্যে বলো! কজনের ললাটে চুম্বন করে সফলতা? পৃথিবীতে সত্যের দেখা পায় কজন? কজন বেরিয়ে আসতে পারে মিথ্যার আঁধার থেকে? পৃথিবীতে হতভাগ্যের সংখ্যাই বেশী। মিথ্যাচারীদের দলই ভারী। তাই তাদের সংখ্যা ও শক্তি যেনো তোমাকে ধাঁধায় ফেলে না দেয়। তোমাকে মোহগ্রস্ত যেনো না করে তাদের বাহ্যিক চাকচিক্য ও জাঁকজমক।
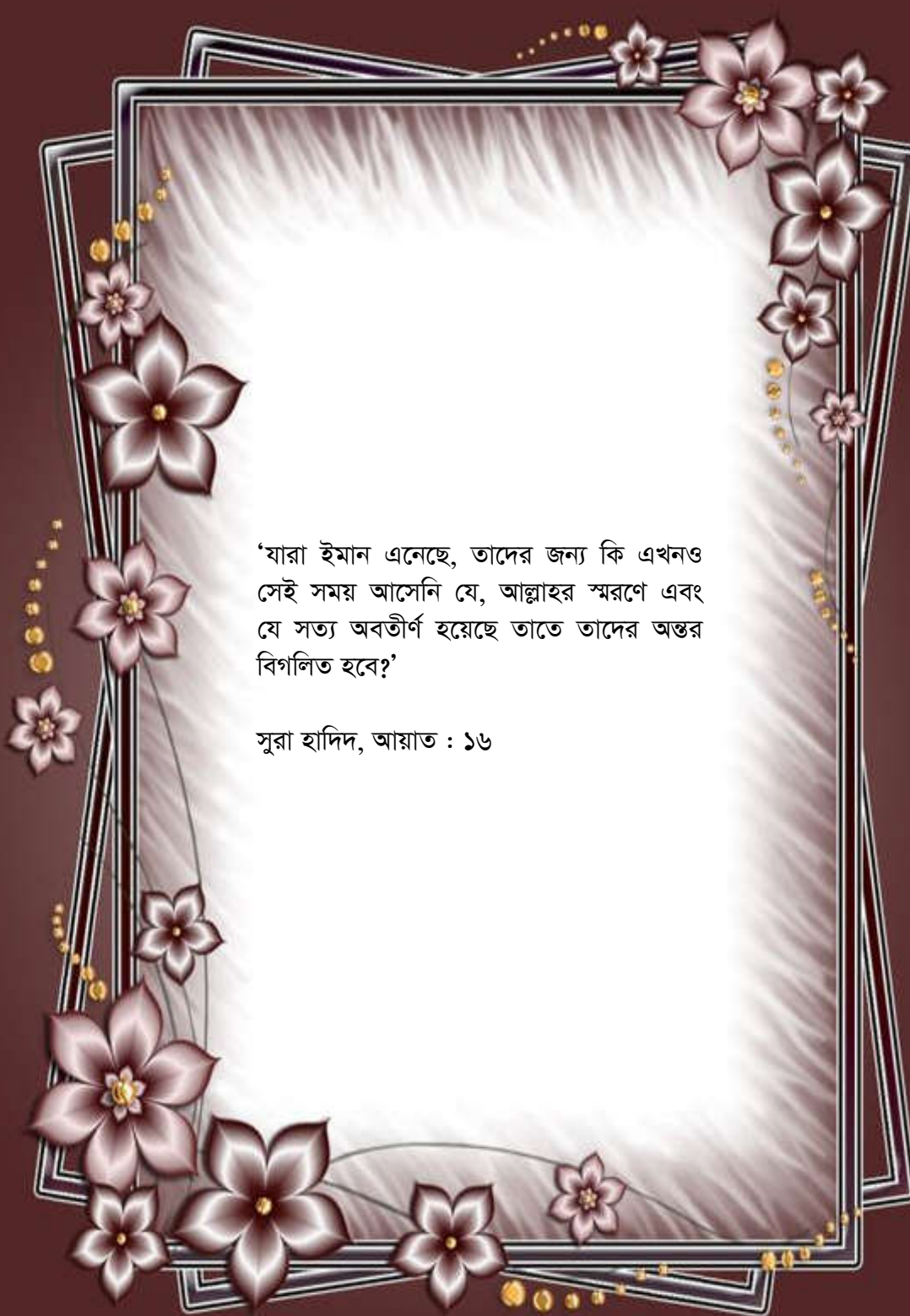
দেখো, আমি তাই সবাইকে বলছি না- বলছি তোমাকে। সবাই কখনোই সুখ শান্তির বাগানে বাঁধতে পারবে না স্বপ্নে নীড়। কিন্তু আমি আশাবাদী- তুমি পারবে। তুমি পৌঁছতে পারবে তোমার প্রভুর কাছে। তুমি অবগাহন করতে পারবে সুখের সরোবরে জান্নাতে গিয়ে। তুমি বাঁচতে পারবে জাহান্নামের

ভয়ানক বিভীষিকা থেকে। হে পথিক, এজন্য দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ও বন্ধুর পথ তোমাকে যে অতিক্রম করতেই হবে! প্রবৃত্তির কামনা বাসনা, মনের অবৈধ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা যে বিসর্জন দিতেই হবে তোমাকে! সমাজ ও পরিবেশের মায়াজাল যে করতে হবে তোমাকে ছিন্ন! পারবে? বলো না একবার—আমি পারবো!

সমাপ্ত
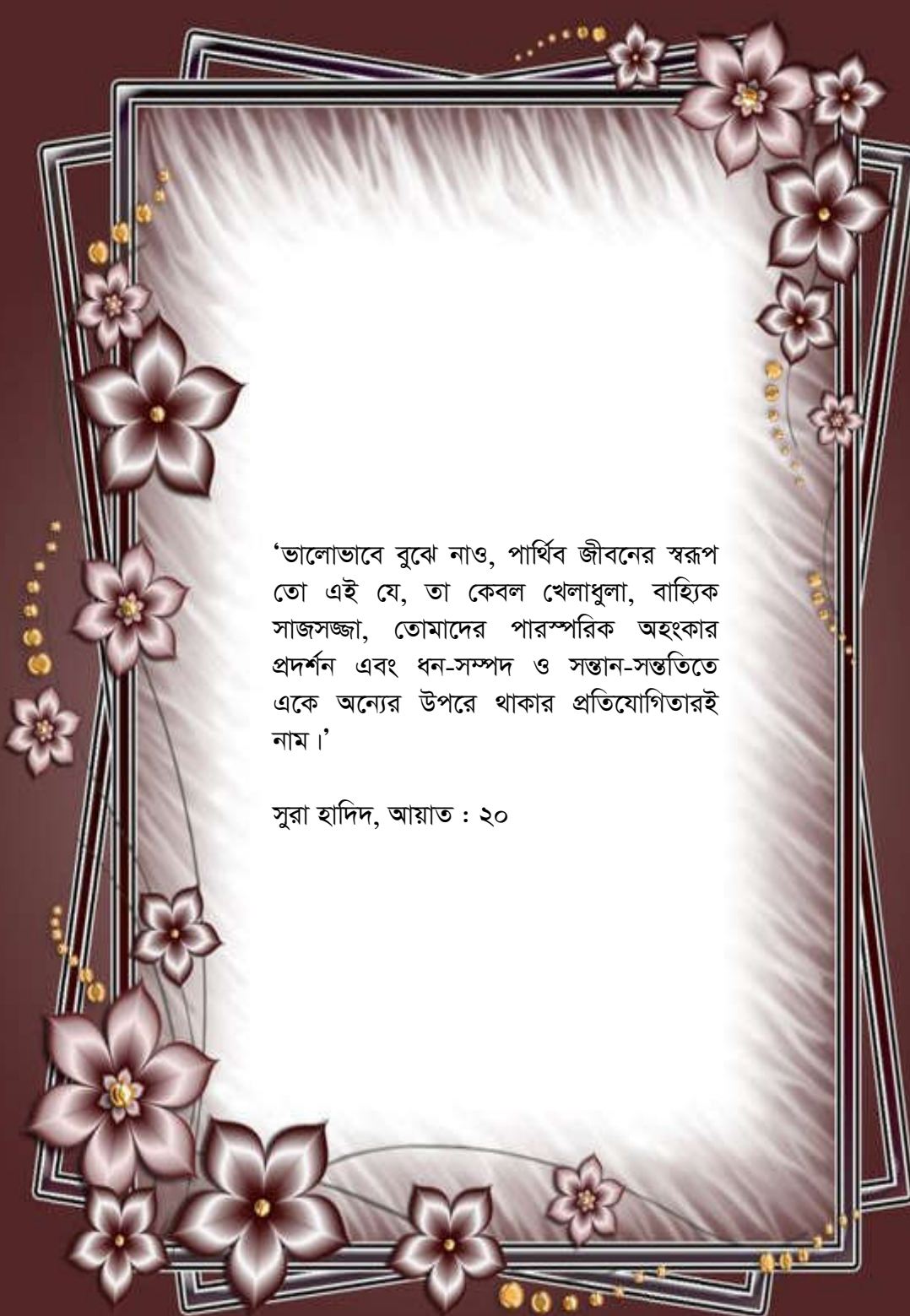
'এবং নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, যার প্রশস্ততা এ পরিমাণ যে, তার মধ্যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ধরে যাবে। তা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।'

সুরা আলু ইমারান, আয়াত : ১৩৩

‘যারা ইমান এনেছে, তাদের জন্য কি এখনও সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তাদের অন্তর বিগলিত হবে?’

সুরা হাদিদ, আয়াত : ১৬

‘ভালোভাবে বুঝে নাও, পার্থিব জীবনের স্বরূপ তো এই যে, তা কেবল খেলাধুলা, বাহ্যিক সাজসজ্জা, তোমাদের পারস্পরিক অহংকার প্রদর্শন এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে একে অন্যের উপরে থাকার প্রতিযোগিতারই নাম।’

সুরা হাদিদ, আয়াত : ২০

‘তোমরা একে অন্যের অগ্রণী হওয়ার চেষ্টা কর তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাত লাভের জন্য, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততা তুল্য। তা প্রস্তুত করা এমন সব লোকের জন্য, যারা আল্লাহর ও তাঁর রাসুলগণের প্রতি ইমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্র, যা তিনি যাকে চান দান করেন। আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।’

সুরা হাদিদ, আয়াত : ২১

মাওলানা ইলিয়াছ রিফায়ী : একজন গবেষক, ইসলাম প্রচারক, তুলনামূলক ধর্ম ও মতবাদ বিশ্লেষক। ইসলামের প্রচার এবং নাস্তিক ও অমুসলিমদের ইসলামের উপর আরোপিত অভিযোগের জবাব প্রদানে অনবরত গবেষণা করে যাচ্ছেন।

আমাদের লক্ষ্য ও কার্যক্রম:

- প্রতিটি মুসলমানকে ‘আল্লাহর হওয়ার’ ও ‘আল্লাহর পথে চলার’ দাওয়াত দেওয়া ।
- যুগের ভাষায় অমুসলিমদের কাছে ইসলামের সত্যতা প্রচার করা।
- ইসলামের উপর আনীত বুদ্ধিবৃত্তিক বিভিন্ন অভিযোগ-আপত্তির জবাব প্রদান।
- মানবতার মুক্তির পথ মসৃণ করার লক্ষ্যে প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম ও মতবাদের সুগভীর বিশ্লেষণ পেশ করা।

মুসলান ভাইবোনদের কাছে আহবান :

আল্লাহর রহমতে আমাদের উল্লিখিত কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দোয়া ও সহযোগিতার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারের এসব মহৎ কর্মকাণ্ডে আপনিও এগিয়ে আসুন। প্রিয় নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, **‘তোমার মাধ্যমে আল্লাহ কাউকে হেদায়াত দিন, এটা তোমার জন্য ভালো ‘পৃথিবীর সর্বাধিক দামি সম্পদে’র চেয়ে।**

ই-মেইল : elyasrefay@gmail.com
মোবাইল : ০১৬২১-৮৯১৪৫৬